



। तारिख विर्दिशक पत्र ॥

বইখানি ১৫ দিনের মধ্যে ফেরৎ দিতে হইবে

[illegible]

জামাই-বারিক।

প্রহসন।

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

১২০

রায় দিনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

প্রণীত।

"Of all the blessings on earth the best is a good wife;
A bad one is the bitterest curse of human life."

পঞ্চম সংস্করণ।

চারুচন্দ্র মিত্র, প্রভৃতি গ্রন্থকারের পুত্রপণ কর্তৃক

৩ নং মদন মিত্রের লেন হইতে প্রকাশিত।

(ঐচ্ছিকচন্দ্র মিত্র অথবা শরৎচন্দ্র মিত্রের দ্বারা কিয়ৎকাল এই পুস্তক
লইবেন না।)

কলিকাতা

বি, সি বহর কোম্পানী কর্তৃক বহরবারী-স্ট্রীট ৩-৯ নং ভবনে

বহর প্রেসে মুদ্রিত।

সাল ১২৮৯।

୩-୨୦୦
A.C. ୨୭୬୦୭
୨୯/୧/୨୦୦୫

উৎসর্গ ।



সদগুণরাশি

শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী বসু

সহুদারচরিতেষু

ভ্রাতৃস্নেহভাজন রাসবিহারি,

তুমি যে যে প্রদেশে অবস্থান করিয়াছ, সকলেরি অন্ন অন্ন বৃত্তান্ত তোমার লিপিসমূহে প্রাপ্ত হইয়াছি। সেগুলি এমনি মধুর, একবার পাঠ করিলেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। যদিও আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, তোমাকে কিত্ত কখন কোন স্থানের ইতিবৃত্ত দিই নাই;—ইতিবৃত্ত দূরে থাক, তোমার সহুদার লিপির উত্তর দিয়াছি কি না সন্দেহ। বহুকালের পর তোমাকে একটা অপূর্ণ স্থানের ইতিবৃত্ত দিতে সক্ষম হইলাম; সে স্থানের নাম “জামাই-বারিক” ইতি

অভিন্নকদম্ব

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

বিজয়বল্লভ, জমিদার ।

অভয়কুমার, বিজয়বল্লভের জামাতা ।

পদ্মলোচন, অভয়কুমারের প্রতিবেশী ।

মাধব বৈরাগী, আশ্রমধারী বৈষ্ণব ।

পারিষদগণ, ঘটক, চোর, জামাইগণ ।

নারীগণ ।

কামিনী, বিজয়বল্লভের কন্যা এবং অভয়কুমারের স্ত্রী ।

ভবী ময়রাণী, কামিনীর প্রতিবেশিনী ।

হাবার মা, }
পাচি } বিজয়বল্লভের পরিচারিকাদ্বয় ।

বগলা, }
বিন্দুবাসিনী } পদ্মলোচনের স্ত্রীদ্বয় ।

দাসীগণ, বৈষ্ণবীগণ ।

জামাই-বারিক।

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—বিজয়বল্লভের বৈটকখানা।

বিজয়বল্লভ, ঘটক এবং পারিষদ-চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

বিজ। (গদিতে উপবেশনান্তর) তবে ও সুখ ছেড়ে দিতে হল।

ঘট। এমনকি কিছুর আশা ছিল না; দেখতে কাণ্ডিকটা, দেখা পড়ায় যত দূর ভাঙে হতে হয়, বয়স কম বলে এখানে এসেছিল পারিষদ। করতে দায়ব্দ নি।

প্র, পারি। প্রতিবন্ধকতা কি?

বিজ। আমি আদ্যরস কতে চাই,—একটি কুলীনের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে তার পরে পৌত্রীটা সম্ভাদান করি; তা ছেলের বিয়ে কতে চায় না।

দ্বি, পারি। ছেলের বাপের মত কি?

বিজ। এ কালে ছেলে কি বাপকে মানে? বাপের দিত্যাক্ত ইচ্ছা আমার সঙ্গে এ ক্রিয়া করেন; কিন্তু ছেলে বাপের নয়, কোন মতে তার বিয়ে করতে স্বীকার কর না।

ঘট। যে কাল ছেলেটি মৃত্যুতে, আদ্যরস প্রায় উঠে গেল।—সামকানি।

তার আবার বিয়ে দিয়েচেন ; সে জন্তে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারে না ; ভদ্রসমাজে তাঁর হুকো বন্দ ।

তু, পারি । তিনি না কালেক্স-আউট ?

ঘট । তা নইলে তাঁকে কে নিশ্চয় করত ? তাঁর বন্ধুরা বলে “রাম-কানাই এক কামড়ে তিনটা মাতা খেলে ।”

চ, পারি । কার কার ?

ঘট । পুত্রের, পুত্রের প্রথম স্ত্রীর, আর বড় মানুষের মেয়ের ।

বিজ । এ বংশে আদিরস ভিন্ন একটাও মেয়ের বিয়ে হয় নি আমি সুপাত্রের অহুরোধে কুলাকার হব ? ও সম্বন্ধ বিসর্জন দাও ।

ঘট । তবে জঙ্গলবেড়ের কুঁচিল বাবুর ছেলের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থি-
করা যাক্ ।

বিজ । স্ততরাং ।

প্র, পারি । ছেলেটা কেমন ?

ঘট । কৃষ্ণবর্ণ কটা চুল ; কুপ বলে হয় ভুল

সুগোল গভীর আঁখিদ্বয় ;

কিব্বা শোভা নাসিকার, যেন কুর্শ-অবতার ;

কপোল-যুগল লৌহময় ;

চোঁট হেরে সারে শোক, যেন দুটা মোটা জোক,

অবশ রুধির করে পান ;

অতি লম্বা পদ দুটা, যেন গরানের খুঁটা,

কেটে মাটা করে খান খান ;

বসনে বিষম আটা, কছু রজকের পাটা

আজ্ঞা করে নি পরশন ;

রাখাল-রাজের ভাব, কাটেন গরুর ভাব

ধেনু লয়ে গোষ্ঠে গোচারণ ;

গেঁটে কল্কে হাতে নিয়ে, ঘুঁটের আগুন দিয়ে,
 খসান তামাক সেজে খায় ;
 লেখা পড়া হড়াপোড়া, কিন্তু কুলীনের গোড়া,
 কুললক্ষ্মী অন্ধ করুণায় ।

বিজ। তুমি শিং ভেঙ্গে বাচুরের দলে মিশেচ, তাই কুলীনের ছেলের
 এত নিন্দা কচ্চ ; ছেলের ইচ্ছা ভাল পাত্রটির সঙ্গে বিবাহ হয়, তুমি
 তাদের সঙ্গে একমত হয়েচ ।

ঘট। আমার মতামত কি, আমাকে যেমন অনুমতি করবেন আমি
 তেমনি করব ; তবে স্বরূপ-বর্ণনা না করলে আমাকে পরিণামে দোষ
 দিতে পারেন ।

দ্বি, পারি। ছেলেটিকে জামাই-বারিকে এনে ফেলতে পাল্লো পাঁচ দিনে
 সংশোধন হবে ; আপনি জামাইদিগের উন্নতির অনেক উপায় করেছেন ।

পদ্মলোচনের প্রবেশ ।

বিজ। আস্তে আস্তে হয় ।

পদ্ম। বস্তুতে আস্তে হয় ।

বিজ। অভয়কুমার রাগ করে বাড়ী গিয়েচে, আমি তিন চার বার
 লোক পাঠালেম, তা কোন মতেই এল না ; শুন্টি সে মহাশয়ের বড়
 অনুগত ; আপনি অনুগ্রহ করে অভয়কে বুঝিয়ে এখানে পাঠিয়ে দেবেন ।

পদ্ম। সে জন্তে আপনাকে অধিক বলতে হবে না, আমি বাড়ী
 গিয়েই অভয়কে পাঠিয়ে দেব ।

বিজ। আমি জামাইদের সেমন যত্ন করি, তা এঁরা সকলি জানেন ।
 মভয় কিছু অভিমানী, একটু জেট হলেই বাড়ী যায় । আমি এজ্যে
 ময়েকে এক একটা জমিদারী লিখে দিইচি ।

ঘট। আপনি জঙ্গলবেড়ের কুঁটিল বাবুকে জানেন ?

পদ্ম। তিনি কুলীনচূড়ামণি ।

বিজ। পারি। জাঁক-জাঁক-জাঁক ।

পদ্ম। ছেলে মেয়ে বিক্রি করা । তাঁর সমস্তানগুলিন খুব দরে বিক্রি হয় ; তাঁর পিলে-রোগা গন্না-কাটা কালপ্যাচা মেয়েটা দেড় হাজার টাকায় হাইষ্ট বিডারে বিক্রয় হয়েছে ।

চ, পারি । তাঁর ছেলেটা কেমন ?

পদ্ম। ভয়ীর ভাই ।

চ, পারি । লেখা পড়ায় কেমন ?

পদ্ম। আমি তাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করলেন “তোমরা কয় ভাই ?” সে বলে “তিন ভাই” ; আমি বললম “কে কে ?” সে বলে “আমি, কালাকাকা, আর ভগীপিসি ।” লেখা পড়ায় কেটে জোড়া দেন ।

বিজ্ঞ। তোমরা আবার ও কথা তুলে কেন । পদ্মলোচন বাবু এসে-চেন, ওঁর সঙ্গে সদালাপ করা যাক ।

পদ্ম। আপনার এখানে সদালাপের শিবরাত্রি ।

বিজ্ঞ। কেন মহাশয় ?

পদ্ম। আপনি যুবরাজ অঙ্গদের ভ্রাতৃ লাঙ্গুল পাকিয়ে উচ্চ গদি প্রস্তুত করে উপরে বসে রইলেন, আর আমি নলডেকার নায়েবের মত নীচের বসে নিকেস দিচ্ছি ।

প্র, পারি । আপনি ক্রোরপতি ভূস্বামীকে এমন কথা বলেন ?

পদ্ম। আমি ত আপনার মত তাঁড় হাতে করে আসি নি যে উচিত কথা বলতে সঙ্কুচিত হব ।

প্র, পারি । জমিদারদিগের উচ্চ আসন পরমেশ্বর-দত্ত ।

পদ্ম। আজ্ঞে না, আপনার ভুল হচ্ছে ; কার দত্ত আপনি জানেন না ।

প্র, পারি । কার দত্ত ?

পদ্ম। হুমুমানের অঙ্গরবিহারী দাসরথি-দত্ত ।

ঘট। মহাশয়, আপনার ভাব বুঝতে পারেন না ।

পদ্ম। যুবরাজ অঙ্গদ রাবণের সভায় লেজ পাকিয়ে উচ্চ আসন করে বসে সভাস্থ লোকদিগের অপমান করিয়াছেন শুনিয়া রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বলেন “যুবরাজ, বর নাও” ; যুবরাজ অঙ্গদ বলেন “এতু এই বর

দেন, যেন আমার লাকুল-পাকান উচ্চ আসনখানি পৃথিবীতে প্রচলিত থাকে ।” রামচন্দ্র বলেন, “হে বীরশ্রেষ্ঠ বালিরাজাশ্রম, তোমার প্রার্থনা অবশ্য ফলবতী হইবে ; তোমার প্রকাণ্ড শরীর তিন খণ্ডে বিভক্ত হইলে কলিযুগে তিনটি অবতার হইবে, সেই তিন মহাত্মা তোমার লেজরিনির্মিত আসন প্রচলিত রাখিবেন ।”

ঘট । কোন্ খণ্ডে কোন্ অবতার হইল ?

পদ্ম । মুখে মূৰ্খ জমিদার ; পেটে সোয়ালচুরির সদরআলা ; লেজে স্ককতলার ডেপুটি বাবু ।

দ্বি, পারি । স্ককতলাটি কি ?

পদ্ম । অহুরোধমিশ্রিত খোসামোদ ।

ঘট । মূৰ্খ জমিদারে বানরের মুখের চিহ্ন কি ?

পদ্ম । মুখ খিচোয় ।

ঘট । সোয়ালচুরির সদরআলার বানরের পেট কই ?

পদ্ম । এজলাসে উৎকোচ আহার করেন ।

ঘট । স্ককতলার ডেপুটি বাবুতে বানরের লেজের লক্ষণ কি ?

পদ্ম । শতমুখীতেও সোজা করা যায় না ।

তু, পারি । ডেপুটি বাবু কোথায় কৰ্ম করেন ?

পদ্ম । কিস্কিক্যাবাদে ।

ঘট । বিচারে কেমন ?

পদ্ম । ছয় কেটে ছই ।

ঘট । সে কি মহাশয় ?

পদ্ম । ডেপুটি বাবু এক দিন একজন আসামীকে ছয় মাল বেদাদি দিলেন, বাগায় এসে সেরেকাদার মহাশয়ের কাছে জানুলেন এমন অগ-
রাধে ছই মাসের অধিক বেদাদ হয় না, পর দিন কাছারি এসে ছয় কেটে
ছই কল্লেন ।

ঘট । ডেপুটি বাবু কি সেরেকাদারের বশীভূত ?

পদ্ম । সেরেকাদার ডেপুটি বাবুর ব্যাকটোন ।

ঘট। কলমের জোর কেমন ?

পদ্ম। প্রায় বকলমে কাজ চলে ।

তু, পারি। রিপোর্ট লিখিতে হলে কি করেন ?

পদ্ম। কাগজ বগলে করে বন্ধুগণের শরণ লন ।

ঘট। ডেপুটি বাবু না কি বড় রসিক ?

পদ্ম। রেপ্‌কেসগুলিন বাবুর একচেটে ; মেয়ে সাক্ষীর জবানবন্দী বাসায় বসে ।

ঘট। ডেপুটি বাবু সভ্য কেমন ?

পদ্ম। সভ্যতার মধ্যে দেখতে পাই যুবরাজ অঙ্গদের মত বৈটক-খানায় ঠাং উঁচু করে লাঙ্গুল-পাকান উচ্চ গদিতে বসে থাকেন, ভদ্রলোক এসে বিরক্ত হয়ে উঠে যায় ।

ঘট। বোধ হয়, বাবুজি মানের গৌরবে যুবরাজ অঙ্গদের মত ব্যবহার করেন ।

পদ্ম। মান ভ মানকচু, বন্য শূকরের দস্তে বিদারিত । বাবুর মান শুঁড়োয় শুঁতোয় খেঁতো হয়ে গেছে ।

চ, পারি। কিসের শুঁতো ?

পদ্ম। একের নম্বর শুঁতো মেজেষ্ট্রের ; দুয়ের নম্বর শুঁতো সেসান জজের ; তিনের নম্বর শুঁতো হাইকোর্টের ; চারের নম্বর শুঁতো গবর্ণ-মেন্টের ; পাঁচের নম্বর শুঁতো বেনামী দপ্তরখানের । শুঁতাং পঞ্চ উপর্যুপরি ।

ঘট। বোধ করি, সেই জন্তে বাসায় এসে উচ্চ গদিতে আড় হয়ে পড়েন, ভদ্রলোক এলে গাত্রবেদনায় উঠতে পারেন না ।

পদ্ম। সে জন্তে নয় ।

ঘট। তবে কেন গদি ছেড়ে উঠেন না ?

পদ্ম। পাছে লাঙ্গুল বেরিয়ে পড়ে ।

ঘট। আপনার কলিকাতার ভাতায়াত আছে ?

পদ্ম। বারেক দুবার গিরেছিলেম ।

ঘট। সেখানকার বাবুরা কেমন ?

পদ্ম । কলিকাতা রত্নাকর বিশেষ; কোন কোন স্থল অমৃতে পরিপূর্ণ,
কোন কোন স্থল বিষময় ।

ঘট । কোন্ অংশটা বিষময় ?

পদ্ম । যে অংশে খোঁড়া বাবুদের বাস ।

ঘট । খোঁড়া বাবুরা কারা ?

পদ্ম । ষাঁরা লাস্ত্রুল অবতারের মত উচ্চ আসনে উপবেশন করেন,
ভদ্রলোক নিকটে গেলে সম্মান করিতে কৃপণতা করেন না, বিদায় দেও-
য়ার সময় আবার আস্তে আহ্বান করেন, কিন্তু প্রতিদর্শনের সময়, অর্থাৎ
ভিজিট রিটারণের কাল উপস্থিত হলে, খোঁড়া হন ।

ঘট । তাঁরা কি বারমেসে খোঁড়া ?

পদ্ম । আজ্ঞে না, কারণ তাঁরা বিলাস-কাননে যাবার সময় চতুষ্পদ
হন ।

বিজ্ঞ । (গদি হইতে অবতরণপূর্বক পদ্মলোচনের নিকটে বসিয়া)
পদ্মলোচন বাবু আমাকে বড় অপ্রতিভ করেন, তা আপনিও ত বৈটক-
খানায় গদিতে বসেন ।

পদ্ম । কিন্তু উপযুক্ত লোক এলে তাঁকে গদিতে নিয়ে বসি, যদি
অধিক লোক হয় তাঁদের সঙ্গে নীচেয় বসি ।

বিজ্ঞ । মহাশয় অসভ্যতা মার্জন্য করবেন ।

পদ্ম । ধনী লোকের নম্রতা, বড়ই মনোহর ।

বিজ্ঞ । যদি অহুমতি করেন আপনাকে বাগানে নিয়ে যাউ ।

পদ্ম । আমি আপনার নিতান্ত অহুগত ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

কেশবপুর—কামিনীর শয়নঘর ।

এক দিকে কামিনী, অপর দিকে ভবী ময়রাণীর প্রবেশ ।

কামি । এ কি ভাগ্গি, ময়রা দিদির আগমন ; আজ্ সকালে কার মুখ দেখেছিলেম, তার মুখ রোজ্ দেখব বো ; কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছিলেম, সেই ঘাটে রোজ্ যাব লো । তুমি বেঁচে ; আমি বলি ময়রা বুড়ো রাঁড় হয়েছে ।

ভবী । কামিনি, নাতিনি, সতিনী আমার তুই,
তোর ঠাকুরদাদায় রেখে মাঝে তিন জনাতে
এক বিছানায় শুই ।—

কামি । মরণ আর কি, কত সাদি যায় ।

ভবী । একবার দেখি, বুড়ো তোকে স্থায় কি আমার স্থায় ।

কামি । মুড়্‌কিমুখী ময়রা দিদি, নবীন বয়েস তোর,
ছোট্টো মাজা, নিরেট বাঁজা, বড় কপাল-জোর ।

তোকে ছেড়ে কি আমার নেবে ?

ভবী । নিলেও নিতে পারে ।

কামি । কেন বো ?

ভবী । ভাতার যে তোর মনে ধরে নি ।

কামি । তা বলে ত আর আমি বিয়ে করি নি ।

ভবী । পথ থাকলে কর্তিস্ ।

কামি । না থাকলেও করব ।

ভবী । কাকে লো ?

কামি । যমকে ।

ভবী । অমন কথা বলিস্ নে ।

কামি । বাই, মেজদিদির পাশে বাই, হাড়টা জুড়ুক ।

ভবী । মেজদিদি মল কেন ? বল না তাই ।

কামি । ‘বড় ঘরের বড় কথা, বলি কাটা যায় মাতা’ ।

মেজো জামাই বড় মদ খেত, বাবা তারে বাড়ীতে আসতে বারণ করে-
ছিলেন, এক দিন দরওয়ান দিয়ে বার করে দিছিলেন ; মেজদিদির চক্-
দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগল ; নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করে সমস্ত
দিন কাঁদলেন ।—কেনই বা কাঁদলেন ; একে ঘরজামারে, তাতে মাতাল,
থাক্লেই বা কি আর গেলেই বা কি ; আমরাও কি কাঁদি নে, কাঁদি, যদি
ভাতারের মত ভাতার হয়,—

ভবী । তার পর ?

কামি । মেজদিদি বাবার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন “বাবা,
আমায় একখানি ছোট বাড়ী করে দেন, আমি ওকে নিয়ে সেখানে থাকি ;
চাকরে তারে অপমান করে, আমার প্রাণে সহ্য হয় না ।”

ভবী । বাবা কি বলেন ?

কামি । বাবা বলেন “বিধবা হয়ে মেয়ে যেমন বাপের বাড়ী থাকে
তুমি তেমনি থাক, ভাব সে মরে গিয়েচে ।”—পোড়া কপাল আর ষি
বাপের মুখে কথা দেখ । যখন মেজদিদি তার ভাতারকে ভালবাসে
তখন সে মল হক্ হন্দ হক্, মাতাল হক্ গুলিখোর হক্, তার কাছে
শতাকে দেওয়াই ভাল ।

ভবী । আহা ! মেজদিদি মনে বড় ব্যথা পেলে, না ?

কামি । ব্যথা পেলে, ব্যথা নিবারণও করে,—রাতিরটা পোহাল,
সূতাকে দোর খুলে দেখি মেজদিদি গভীর ঘুর দিয়ে সাত ঘর ঘুরে
চেটে বেগেচে ।—বেঁচেচে, ঘরজামারের হাতে এজিরেচে ।

ভবী । বড় ডামাডোল হল ?

কামি । হল না ? বাবার হাতে দড়ী গড়ে পড়ে, কত জোক কত
কথা বলতে লাগল ; —কেউ বলে, বেরিয়ে বাছিস, বাবা তাই কটে ফেলি-
তেন, কেউ বলে চাকরের সঙ্গে, জামাই কবু তাই বুন-করেচেন ।

ভবী। নাতুআমাই না কি বড় রাগ করে — আসবে না ?

কামি। ঘরজামায়ে পোড়ারমুখ,

মরা বাঁচা সমান স্তম্ভ ।

আসে আসবে, না আসে না আসবে, আমার তার কি ?

হাবার মার প্রবেশ ।

ভবী। তোর না ত কি আমার, না এই হাবার মার ?

কামি। হাবার মার, মাইরি মররা মিলি, তোর মাতা খাই; এক রাত্ এক বিছানায় বাস হয়ে গিয়েচে। হাবার মার ঐ ত রূপ;—দাঁতগুলি পড়ে উঠচে, চক্ষের কোণে ক্ষীরোদমহন, চুল শণের ছড়ি, নান্দকলের তেলে জব জব, নিকি মরে পচা গন্ধ; উত্তিই আমার নটবর হাবু ডুবু।

হাবা। আমাই বাবুকে আনতে গেল,—

কামি। আমার নিরে চুলোর চল।

হাবা। আ মরি কথার শ্রী দেখ!—কামিনি, তোরে কেমন কেমন দেখেচি,—

কামি। কার সঙ্গে লো? আমার আঁধার মাদিক কেঁদে হয়েছে; হাবার বাবার সঙ্গে দেখলি না কি ?

ভবী। তোর যে মুখ, হাবার বাবার বাবা হাবু মেনে বার।

হাবা। এ বার এলে আর গ্যালা করে হতছেদা করিস্ নে।—
হোট নোক হক্, গুলি থাক্, তোর ভাতার ত বটে, ফুল কেলে ত বেরেচে।
স্বামী একনোক, তারে কি বান্ধ করে দিবে দোর দিতে আছে, বলে

‘স্বামী আমার গুরু জন,

এক রাজার নয় সাত রাজার ধন।’

কামি। হাবার না, তুই আর আলাস্ নে তাই, মররা মিলি এয়েছে
হুটো মনের কথা কই; তোমার কথকতা কভে ইচ্ছে হয়, যেমিত্তে
বলো।

হাবা । হালা কামিনি, তুই আমারে বাদী বলি; তোরে হতে দেখিচি, কোলে পিটে করে মানুষ করিচি, তুই বুড়ো ধাড়ী নেংটা হয়ে বেড়াতিস্, মাপের ভয় দেখিয়ে তোরে কাপড় পরাতে শিখিয়েচি; তুই আজ এত বড় হলি, আমারে বাদী বলি; ঘাই দিকি গিল্লীর কাছে ।

কামি । হাবার মা, তুই বড় হাবা, আমি বল্লম বেদি, তুই শুনলি বাদী । ময়ূরাদিদিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি বলিচি “বেদি”, বাদী নয় ।

ভবী । সত্যি রে হাবার মা, কামিনী তোকে বাদী বলে নি,—

কামি । মাইরি হাবার মা, আমি তোরে মন্দ কথা বলি নি, রাগ করিস্ মে আমার মাতা পাস,—

হাবা । বালাই, তোর মাতা কি আমি খেতে পারি । তোর ভাতার রাগ করে গেছে, আমি খড়্‌খড়্‌ করে মরুচি ।

কামি । তোমার সঙ্গে কি না নূতন প্রেম।—আহা ! জামাইবাবু এখানে নাই, হাবার মার বিছানাটা ফাঁৎ ফাঁৎ কচ্ছে ।

ভবী । ও হাবার মা, নাতজামাই তোর বিছানার গিয়েছিল কেমন করে ?

হাবা । দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি,
যে ঘরেতে রান্ধা বউ, সেই ঘরেতে চুরি ।

দেখে যা চোরের দাগাদারি । [নৃত্য ।

ভবী । আ মরণ, নাচেন যে !

হাবা । নাচব না ত কি,
আমি কি ভেসে এসেচি ;

কাল সকালে কেলে সোণার কোলে বসিচি । [নৃত্য ।

কামি । গোড়ারমুখ, যেমন বকড়া কত্তে, ভেমনি আমোদ কত্তে ।
এত বুড়ি, তবু রসের ডোবা ।

ভবী । হাবার মা, নাতজামাইয়ের সঙ্গে কেমন নূতন পীরিত্ত কামি
বল্ না ?

হাবা। আমার সঙ্গে পীরিত করা,
জামাই বাবুকে প্রাণে মারা।

কামি। সে যে তোমার নয়নতারা।

হাবা। তা ত তুমিই করে দিয়েচ। শুনিচি কুচবেহারে মাগ ভাড়া
দেয়; বড় মান্দের মেয়েরা ভাতার ভাড়া দেয়।

কামি। তোর কাছে আমার এক রেতের ভাড়া পাওনা, জান্নলি।

হাবা। তোর রাত্ কত করে?

কামি। কুলীন বাবুদের ফাটা পা।

ভবী। আমি কথাটা পাড়ি, আর কামিনী উড়িয়ে দেয়।—
হাবার মা, নতুন পীরিতের কথা বল্।

কামি। কেমন করে আমার সতীন হলি তাই বল্।

হাবা। ‘ময়না ময়না ময়না,
সতীন যেন হয় না।’

কামি। মাচি, মাচি, মাচি,
সতীন হলে বাঁচি।

হাবা। আমার মত সতীন হলে বটে; ময়রাদিদির মত সতীন
বাঁড়ে বাঁড়ে যুদ্ধ, ভাতার শালা পাঁটা-ছেঁড়াছিঁড়ি হয়।

কামি। ময়রাদিদি ন্যাঙ্কের দিকে।

ভবী। তা হলে আমি গিচি। তুমি কামদেবের বয়স-কাটা কামার;
মুড়ির সঙ্গে বা থাকে তা কামারের; তুমি এমনি কোপ করবে, মুড়ির সঙ্গে
নব ভাতারটুক্ কেটে নেবে।

হাবা। তোমার হাতে থাকবে কি?

ভবী। ভাতারের ন্যাঙ্কী।

কামি। ময়রাদিদি, তুই, তম করিস্ কেন; হাবার মানে কিসের সত্য
ওকে আশ্রয় দিয়েছিলে।

ভবী। ওকে দেবার আটক কি, ও ত কাটে না, কেবল পাতা খাওয়ায়।

হাবা। মাইরি দিদি আমি কিছু খাওয়াই নি; ছকুর রেতে কোথায় কি পাব বোন; বাছা চুপ্টি করে শুয়েছিল।

ভবী। কামিনীর ঘরে কে ছিল?

কামি। ময়রা বুড়ো।

ভবী। ময়রা বুড়ো তোর বড় মনে ধরেচে।

কামি। অদন্তের হাসি, বড় ভালবাসি।—বুড়োর তুই বুক-পোরা ধন; এক খোলা সন্দেশ, টাটকাগড়া, গরম, গরম। বুড়োর মাতার টাক পড়েচে বটে; কিন্তু বয়সে নয়, কেবল তোমায় বয়ে বয়ে; তুমি জল বলে সর্ববোৎ দেয়, ভাত বলে পায়স, মাচ বলে মাকাল ঠাকুর।

‘দোজ্বরে ভাতারের মাগ

চতুর্দশীর চন্দ শাগ।’

ভবী। তুইও ত দোজ্বরের মাগ।

কামি। আদিয়ারসের দোজ্বরে

চিরকাল্‌টা জালিয়ে মারে।

ভবী। তাইতে দিলি হাবার মারে।

হাবা। আহা! রাত্‌ পর ছয়ের সময়, লোকজন সব শুয়েচে, মাজের দরজার চাবি পড়েচে, বাছারে ঘর থেকে বার করে দিয়ে খিল দিলে; ও কি সামান্য; ওর মত কল্লা মেয়ে বাপের কালে দেখি নি। দশটা পাঁচটা নয়, একটা ভাতার, তার এই থর, ছিক্‌ লো ছি!

কামি। ভ্যানা ভেবে ভাতার ভেজেচি।

ভবী। তারপর?

হাবা। বাছা কত বলে “কামিনি, দোর খোল, কামিনি, দোর খোল, আমার মাতা খাও, দোর খোল”—‘চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী’;—কামিনী বোৎ বোৎ করে ঘুম—

কামি। ঘুমব কেন, আমি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে।

হাবা। বাছা ডাকাডাকি করে হান্নাক, দোরের দ্য দিতে পারে না, পাছে বড়বাবু জেগে ওঠেন; কি করে কতক্ষণ দোর ধরে কাঁদতে নাগল,—
 কামি। দূর পোড়াকপালি মিথ্যাবাদি, সে কাঁদবেত্ৰ, ধন, আমাকে কত গাল দিতে লাগল; যদি কাঁদত, আমি তখনি দোর খুলে দিতেম।—
 ‘বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চকোর’; কথায় কথায় তেঁজ, বরজামারে তেঁজী হয় কে কোথায় দেখেচে।

হাবা। বাছা জোয়ারের এর মত দোরের দোরের ভেসে বেড়াতে নাগল,—

ভবী। তার পর বুঝি তোমার কোষায় উঠলেন?

হাবা। আমার কি বিছানা আছে না শেষ আছে;—একখানি ভান্ডা তক্তাপোষ, তার ওপর ছেঁড়া কাঁথাখান পাতা, বালিশটে ময়লা, ওয়াড় দিতে পারি নি,—

কামি। তাতে আবার তোমার গোটানালে রাত্দির রসবতী।

হাবা। সাঁজের বেলা পাঁচি ছোটবাবুর পেটরোগা ছেলেডারে দেই বিছানায় বসিয়েছিল; শোবার সময় গিয়ে দেখি আমার মুগুপাত করে গিয়েচে; কি করি, বুড়ো হাবড়া মানুষ, রেতে চকে দেখতে পাই নে; পাঁচি আবাগী জামাইবারিকে রামরাবণের বুদ্ধ কচে; ভয়ে ভয়ে বিছানার একপাশে শুয়ে পড়্লেম।

কামি। ভাবতে লাগলে কেলসোণা কখন কুঞ্জে আশ্রয় করবেন—

হাবা। চকের পাতা না বুজতে বুজতে কামিনীর ঘর পেলেন,—

কামি। ময়রা বুড়ো ধরা পড়েচে।

হাবা। বাছা আমার ঘরে দাঁড়িয়ে ভাবতে নাগল, ঘুমে চুলে পড়্চে, আমার বিছানার শোবার উষ্মগ। আমি দেখ্লেম মুগুপাতে বাছার বুকি মুগুপাত হয়; বরেন “জামাই বাবু, মুগুপাত বাঁচিয়ে পাশবেঁসে ভরে থাক”; জামাই বাবু তাই করেন।

কামি। এক পাশে হাবার মা, এক পাশে জামাই বাবু, ঘাম খানিতে কে?

হাবা। মাঝখানে আমার মুগুপাত।

১

ভবী । ঘুমের ঘোরে তোর গায় না কি হাত দিয়েছিল ?

হাবা । মুণ্ডপাত আড়াল ছিল ।

ভবী । জ্বর পর সকাল বেলা ?

কামি । নিশি অবসানে দেখলেন কেলে সোণা কোল থেকে চুরি গিয়েচে ।

হাবা । সকাল বেলা উঠে শুনি, জামাই বারু রাগ করে বাড়ী গিয়েচে ।
তখনি লোক গেল, ফিরল না ।—আবার আজ লোক গিয়েচে ।

[প্রস্থান ।

ভবী । এ বারে আসবে ।

কামি । আগুনে টেনে আনবে ।

ভবী । কিসের আগুন ?

কামি । জঠরের ।

ভবী । ঘর থেকে বার করে দিছিল কেন ?

কামি । একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝকড়া হয়েছিল,—

ভবী । পীরিতের ঝকড়া ?

কামি । প্রেতের ঝকড়া ।

ভবী । কথাটা কি ?

কামি । আমি ভাই আঁধার বরে শুতে পারি নে ; প্রদীপটে নেবে নেবে ; বল্লম প্রদীপটের তেল দাও, সে বলে তুমি দাও ; আবার বল্লম আমি আরাম করে শুইচি তুমি গিয়ে তেল দিবে এস ; সে বলে আমি বুঝি দৌড়ে বেড়াচ্ছি, তুমি গিয়ে তেল দাও । আমার বড় রাগ হল,—রাগ হবার কথা,—বল্লম আমার বিছানা থেকে তাড়িয়ে দেব । সেও রাগেল, মদিতে মগ্ন মগ্ন করে নাতি মাল্লো, দোর খুলে বাইরে গিয়ে দাড়াল ; আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে খিল দিলেম । মাজের দরজার চাবি, বাইরে বাবার পথ নাই ; নরম হয়ে কত ডাকলে, তা আমি শুনেও শুনলেন না ।

ভবী । তার পর ?

কামি । মুণ্ডপাত ।

ভবী । এটা নাত্জামারের অন্যান্য; কত হুমুরো চুমুরো ভাতার মেপের
কথার প্রদীপে তেল দেয়, মাগকে উঠতে দেয় না, বিশেষ শীতকালে ।

কামি । সেটা ভাই, সেজদিদির ভাতারের দেখিচি, সেজদিদি বত
বার বাইরে যার, সে তত বার সন্দের সাথী; দোর খুলে দেয়, দোর
দিয়ে আসে, জল খাব বলে গেলাসটা মুখে তুলে ধরে ।

ভবী । বাই হু কামিনি, যাবার সময় একটা কথা বলে যাউ,
নাত্জামাইকে আর অপমান করিস্নে, হাড়াই ডোমাই ভাল দেখায় না,
লোকের তোরি নিন্দে করে ।

কামি । ঘরজামায়ে ভাতার যার,
কাণের সোণা নিন্দে তার ।

উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।



প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

বেলভেল—পদ্মলোচনের ঘরদালান ।

পদ্মলোচন আসীন—অভয়কুমারের প্রবেশ ।

অভ। কি দাদা, হরগৌরী হয়ে বসে রয়েচ যে,—অর্ধেক অঙ্গে তেল দিয়েচ, অর্ধেক অঙ্গ রক্ষ রেখেচ ।

পদ্ম। আমার পক্ষাঘাত হয়েচে;—তুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিরেচ;—ডান দিক্টে বড় আবাগীর, বাঁ দিক্টে ছোট আবাগীর । ছোট আবাগী এতক্ষণ তেল মাকাচ্ছিল; চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঙ্গে মাথিরেচে, ডান অঙ্গ পড়ে রয়েচে,—দেখ না, ডান দিকে তেলের দাগটা লাগে নি; সৰ্ব্ব আবাগী আসে, ডান দিকে তেল পড়বে, নইলে এইরূপেই বসে থাকতে হবে ।

অভ। আপনি কেন ডান দিকে তেল দিয়ে নেয়ে কেলুন না, বেলা ত অনেক হয়েচে ।

পদ্ম। তা হলে কি আর আন্ত থাকব! বড় আবাগী চুকাড় করে কীণ মারবে, কেন্দে বাড়ী মাথার করবে, মাঁটা কিরিয়ে বাড়ী ভাঙবে বলবে “আমাকে একটু ভালবাস না, আমার অঙ্গটা আমার অন্য রাণ্ডে না, আপনি তেল দিলে ।”

অভ। তুমি তবে ত বড় সুখী; তুমি যে দেখি ঘরজামারের বাবা

পদ্ম। ঘরজামারের এক বাঘিনী আমার ছাটা ।

অভ। কিন্তু দাদা, ঘরজামারের একটা এক মহল ।

পদ্ম । ভূমি নি, বলতে পারি না।—এরা এখন মার ধরেচে,—

অত । বল কি ?

পদ্ম । কথার কথার ।

অত । তবে তোমার জিত ।

পদ্ম । আমার জিত অনেক রকমে ; তুমি পেচে খেতে পাত, আমার
প্তার আট দিন উপবাস করি ; দুই আবাগী ছোটো রত্নইবর করেছে ;
এ বলে আমার এখানে খাও, ও বলে আমার এখানে খাও ।

অত । তাতে ত আরো খাবার হুথ ।

পদ্ম । খাবার উদ্যোগ মাত্র, তাত ব্যঙ্গন যেমন তেমনি থাকে ।

অত । তুমি তবে খাও কি ?

পদ্ম । বড় আবাগীর কীল, ছোট আবাগীর চড় ।

তেলের বাটী হস্তে বগনার প্রবেশ ।

বগ । ঠাকুরপো কবে এলে ? এ বারে না কি তাকিরে দিচ্ছে ? তুমি
কি মাগই পেরেচ ! আমাদের ইনি একবার তাদের হাতে পড়েন, নাগের
হুথটা টের পান ।

অত । তুমি স্বামীর গার হাত তোল, তারা তা তোলেন না ।

বগ । গুণের নিধি বলেচেন বুকি ; আমার নিধে না কইর জল খান
না।—আমি তোমার করিচি কি, তোমার বুক তাত রেঁদিচি, না তোমার
পিণ্ডি চটকিচি, যে বার তার কাছে আমার নিধে কর,—

পদ্ম । তুমি মারতে পার, আর আমি বলতে পারি নে ?

বগ । আমি তোমারে একা বারি ? আঃ ! ডাক্তার তারত-হাফা ন
ছোট রাণীর নাম করতে পার না, সে তোমার মারে না, সে তোমার মুখে
বাসি আকার ছাই তুলে দেয় না ; ছোট রাণীর নাতিজন্ম চানরাজন,
ছোট রাণী হাসলে মাগিক পড়ে, কাঁদলে মূক পড়ে, চলে গেলে পথকল
কোটে,

‘ছোট মাগ পাটরাণী,

বড় মাগ খানানানী ।’

কি বলুব ঠাকুরপো এখানে, তা নইলে এই তেল ভদ্র তেলের বাটী মাতার ডাঙ, তেম।

পদ্ম। বড় রাণী মারেন কিনা বুঝতে পাচ্চ।

বগ। সাদে মারি, তোমার রীতের দোষে মারি ; মারি খুব করি, ছোট রাণীকে ভয় কত্তে হবে নাকি।—এই মারেনম।

(সজোরে তেলের বাটী মস্তকে পাতন।

অভ। সত্যি সত্যি মারলে বউ।

বগ। আমি বাটী কেলে মেরেচি, ছোট রাণী হলে ঘটা কেলে মারুত।—দেখলে ত ভাই, ওঁর বিচার ত দেখলে ; আমি কথা কইলে ওঁর গায় পোড়া কাঠ পড়ে, ছোট রাণী কীল মারলে ওঁর গায় পুস্বরুটি হয়।

পদ্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তোমার বাটার ঘর সচন্দন পুস্বরুটি হচ্ছে।

অভ। আহা ! রক্ত পড়চে যে।—বউ, একটু তেল লাও।

বগ। মরুচি, ও দিক্টে বিন্দী পোড়াকপালীর ; তার দিকে আমি তেল দিলে কথা জন্মাবে।

পদ্ম। তার দিক্টে ভেদে দিলে কথা জন্মায় না।

বগ। পোড়া কপাল পুড়েচে, তারি দিকে টান চেন, আমার দিকে তুলেও টানেন না।—(পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্তের অনুলিতে অঙ্গুরীর দর্শন করিয়া) দেখ ঠাকুরপো, তুমিই ভাই এর বিচার কর ; এই আংটিটে বিন্দী পোড়াকপালীর বাপ দিয়েচে, ওটা আমার হাতে দেওয়া, হল করে আমাদের কীলমান করা, আমার বাপকে গরিব বলা, আমার বাপকে ছোট লোক বলা, বিয়ের সময় একটা আংটি দিতে পারে নি,—

পদ্ম। কি আপদেই পড়িচি ! সাদে কি তার আংটি তোমার হাতে দিইচি, বা হাতটার তেল দিতেছিল, তেল লাগে বলে বা হাতের আংটি ডান হাতে দিইচি।

বগ। তুলি ঠাকুরপো, বিচার তুলি। যেমন হক্ একটা জামাইটা হয়ে গেচে, ডান দিক্টে আংলি দিকে পড়েচে ; ডান বাটার পা

ভীক]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

২৮২৩৮৭

২৮/২/২০০৬

২১

আমার হাতে তার জিনিষ দেওয়া ওঁর কি উচিত।—আগামী চাও ও
খুঁটে খুলে ফেল, নইলে নোড়া দিয়ে আঙ্গুল গুঁড় বেঁতো করে ফেলব।

পদ্ম। এই নাও খুলে ফেলের।

[অঙ্গুরীয় দূরে নিক্ষেপ।]

বগ। তুমি এখন একরকম হরেক, আমার প্রতি তোমার আর
লবাসা নাই, আমার তুমি আর দেখতে পার না। বিন্দী গোড়াকপালী
আমার কি খাওয়ালে, খাইয়ে আমাকে পর করে দিলে।—আমার ঘরে
র বসতে চান না; ঘরে না ঢুকতে বলেন, আমার হাতে অনেক কাছ
দীর ঘরে ঢুকলে বেরতে চান না।—আমার বিছানার ছুঁচ কোটে, না;
দীর গদি বড় নরম, রাত দিন তাতে গড়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

[প্রস্থান।]

অভ। ছোট বরের দিকে দাদার একটু গুরুপাত আছে।

পদ্ম। ‘খুঁটোর জোরে ম্যাড়া নড়ে’।—আমার কাছে ইতর-বিশেষ নাই
না। দুজনকেই সমান দিইচি, বরং বড় রানীকে অধিক। তবে ‘কি জার
ই, ছোটরানীর বয়েস কম, কালেই এক দণ্ডার জায়গার হু দণ্ডী বসে
।’

অভ। তিনিও কি মারেন?

পদ্ম। জুতোর বাড়ী। তিনি বড় রানীর বাবা।

অভ। ছোট বউ ত এমন ছিলেন না।

পদ্ম। বড় আবাগীর বেখে শিখেচে। এখন বড় হয়েচে, আপন গুণ
ক নিয়তে। সে দিন বড় রানী পিটে করে খাওয়ালে; পিটে ত বড়
টের গীড়ে; কতকগুলো কাঁচাতেলমাখা চেলের ওড়ি দুইবে দিয়ে বুল
ন “পিটে খাও,” কি করি, ভরতে ভরতে খেলেন; জানি, না খেলে পিট
কবে না। কিন্তু তাই, এক দিন পিটে খেয়ে তিন দিন পেট ছেঁড়ে দিয়ে
সহিলেন। ছোট রানী তারের কলগী, ও ছাড়বে কেন, কাল সন্ধ্যা দিন
র পিটে বুললে, রেতে আমার খেতে বসে।—ছোট রানী গুলন বিবরেই
। রানীর বাবা, পিটে করেচেন বেন, জুতোর উলড়ে রেখেচেন।—তাই জু

করে খেলেম বলে কত আবদার ; কি করি, আবার খেলেম।—বলেম বড় রাণীর পিটের চাইতে অধিক খেইচি, তবে ছাড়লে। বক্কা, দোকর খরচ, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা—আমার হয়েচে অঙ্গের কুৰণ ।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ ।

বিন্দু । পোড়া কপাল গুড়েচে, সত্যি সত্যি ফেলেচে,—

পদ্ম । কি ছোট রাণী ?

বিন্দু । আমার বিয়ের আংটি না কি আঁতাকুড়ে কেলে দিবেচ ?

পদ্ম । (স্বগত) সর্বনাশ করিচি । (প্রকাশে) না ছোট রাণি, আমি কি তোমার আংটি ফেলতে পারি, হঠাৎ হাত থেকে এই উঠানে পড়ে গিয়েচে ।

বিন্দু । আংটির পা হয়েচে, না আংটি বগী আবাগীর মত নাপাতে শিখেচে, তাই উঠানে নাকিয়ে গেল ?—তোমার মরণদশা ধরেচে, তাই এই অলক্ষণ গুণো কত্তে আরম্ভ করেচ ।—বগী আবাগী ঠিক বলেচে, আংটি আঁতাকুড়ে দিলে, এই বার ছোট রাণীর মাকার ধোল ঢেলে ঢাক বাজাতে বাজাতে বনবাস দেবে ।

পদ্ম । বালাই, অমন কথা বলতে নাই ।

বিন্দু । তুমি আর বাকি রেখেচ কি ? তুমি মর, আমার বাড়ী বাও, আমি বাপের বাড়ী বসে একাদশী করি । রাতদিন বাঁচি থাকেন, তবু নজ্জা হয় না । কি বলব ঠাকুরপো রয়েছে, নইলে নোড়া দিয়ে একটা একটা করে দাঁত ভাঙতেম ।

অভ । ছোট বউ, তুমি রাগ করো না, বড় বউ তোমাকে কোঁপিয়েচে ।

বিন্দু । পোড়ারমুখের আঁকারা ; সে কিনা বলে আমাকে বনবাস দেবে । আমার বনবাস হলে উনিও বাঁচেন, তিনিও বাঁচেন । আমি আর এখানে থাকতে চাই না, আমি কোলই চলে বাব, তুমি বগীকে নিয়ে নজ্জনস কর ।

পদ্ম । ছোট রাণি, একটু চেপে বাও, অন্তর রয়েছে এখনে, মনে পাবে কি ।

বিন্দু । ওঁরে আমার নজ্জা নিবারণ কর্বের কঁতা রে! বগী আবাগী খন পাড়ার লোকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে, তখন ভাতারগিরি কলাও না, স যে শস্ত্র মাটী, দাঁত বসে না ।

পদ্ম । তার তিন কাল গেছে, এক কাল আছে, তাই তারে কিছু মিলি না, তুমি বউ মাছুষ তাই বলি ।

বিন্দু । তোমার আর খোসামুদে কথা বলতে হবে না,—তুমি বত ভালবাস তা আমি কাল টের পেইচি ।

পদ্ম । কিসে?

বিন্দু । বড় রাণীর পিটে খেয়ে তুমি তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়েছিলে, আর আমার পিটে খেয়ে একটীবান্ বটা ছুঁলে না । আমাকে ভালবাস না, তাই আমার পিটে খেলে না ।

পদ্ম । মাইরি ছোট রাণি, তোমার পিটে আমি এক পেট খেইচি, বড় রাণীর পিটের ডবোল খেইচি ।

বিন্দু । তা হলে আজ তোমার গলাবাত্রা হত । তাঁর পালার পিটে খেলেন, আমার পালার পেট ছেড়ে দিলেন; আমার পালার পিটে খেলেন, তার পালার দিন খুঁটি হয়ে বসে রইলেন ।

পদ্ম । তুমি কেন একটু পটলের নৈড় খাওয়ালে না, তা হলে যে ওর পালার দিন মরে থাকতেন ।

বিন্দু । তুমি এমনি নেমক্‌হারামই বটে ।—আমি ওঁর জন্যে এক করে মরি, উনি ভাবেন আমি ওঁর মরণের চেষ্টা করি ।

অন্ত । দাদা দান কর, বেলা অনেক হয়েছে ।

পদ্ম । স্বস্তরবাড়ী কবে বাবে? লোক এয়েচে না কি?

অন্ত । ঘেরি আছে, বাবার আগে দেখা হবে ।

পদ্ম । তোমার স্বস্তরের স্বস্তরগণটা স্বস্তরত: মল মল, তবে খোসামুদেরা খারাপ করে কুন্ডে ।

অভ। তিনি যে সকল মেয়ে প্রসব করেচেন, তাঁর ভণে ধলিহারি
বাই।

[প্রস্থান।

পদ্ম। রাগটা পড়েচে কি?

বিন্দু। আমি কার উপর রাগ করব, আমার আছে কে?

পদ্ম। আমি।

বিন্দু। তুমি কি আমার?

পদ্ম। তবে কার।

বিন্দু। বগী আবাগীর।

পদ্ম। তুমি যদি বুকে দেখ, আমি তোমা বই আর কারো নই।

বিন্দু। বোঝাবুঝি গিটেতেই জানতে পেরিচি; মত্তে গিছিলেম
গিটে কত্তে গিছিলেম।

বগলার প্রবেশ।

বগ। হাঁরা, ও হাড়হাবাতে প্যাত্না, ভুই না কি আমাকে বুড়ো
হাবড়া বলেচিস? একেবারে অধঃপাতে গিয়েচ। বিন্দী গোড়াকপালীর
আজ্ঞা ওবুধ, বেশ ধরেচে।

পদ্ম। কে বলে?

বগ। অভয় ঠাকুরপো বলে গেল।—তোমার নাকি বৃত্তা বুমিয়ে
এসেচে, তাই এমনি করে অপমানের কথাগুলো মুখ দিয়ে বার কচ্চ; তুমি
এখন আর মাহুব নও, তুমি এখন বিন্দীর বাদর।

বিন্দু। বগি, তুই বিন্দী বিন্দী করিসনে, বল্চি; ভাল, হোর ভাতার
ভোরে বুড়ো বলে থাকে, তার সঙ্গে বোঝা পড়া করগে; আমার নাম
করবি বেড়ী-পেটা হবি।

বগ। হাঁরা কালামুখ, তুই আগনি বরি, না বিন্দী তোকে বলালে?
কথা কন্ নে যে—বিন্দীর দিকে দেখ্চিস কি?—তুই যেমন তারি মতন—

(মত্তকে প্রকাত মুক্ত্যাবাত।)

পদ্ম। বাবারে! গিচি, মেয়ে কেলেচে আবাগী।

বগ । বুড়ো বলবি আরো গাল্ দিবি ? হাঁরা হাবাতকুঁড়ে, হতচ্ছাড়া, কচকো, পথপড়া, আঁটকুড়ির ছেলে, ভাইখাগীর ভাই, মড়িপোড়ানীর মাই ।

বিন্দু । ওরে আমার কুলীনকুমারী, গ্যাদার মরি, তবু বেটার বাপ হকারী ।—খুব করেছে বুড়ো বলেচে, আরো বলবে, আর দশ বার বলবে; ড়ারে বুড়ো বলবে না ত কি খুকী বলবে না কি ? তিন কাল গেচে ক কাল আছে, এখন এয়েচেন সতীনের ঝকড়া কস্তে । বৃন্দাবনে যাও, লামুখ, বৃন্দাবনে যাও, দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়াও—

ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী. রাধাকৃষ্ণ বল মন,

আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন ।

বগ । ও সর্বনাশি, বিন্দি রাঁড়ি, হতচ্ছাড়ি, শতেকখোরারি, নয়-য়ারি, মড়িপোড়ানীর মেয়ে, তোর বড় বুদ্ধি হয়েছে, এত বুদ্ধি ভাল নয়, তার মরণ-বাড় বেড়েচে, আর দেরি নাই, পড়্ লি, পড়্ লি, পড়্ লি; ছাট মুখে বড় কথা জেয়দা দিন থাকে না । আমি বুড়ো হলে তোর ভাতার ড়ো হত না ? না তোর ভাতার দিদি বিয়ে করেছিল ?

বিন্দু । তোকে আর জন্মে বিয়ে করেছিল ।

বগ । দূর আবাগি ভালখাগি, মড়িপোড়ার কি; মড়িবাটার তোর প কাঠ যোগার; পোড়াকপালে অনামুখ টাকার লোভে মড়িপোড়ার মেয়ে বিয়ে করে, মলে কাঠের ঘাম নেবে না ।—বিন্দি রাঁড়ি, তোর মড়িপাড়া বাবাকে বলে দিস, আমি মলে কাঠগুণো বেন শুকনো দেব ।

বিন্দু । ভূমি মলে গোর দেবে, কাঠ লাগবে না ।

বগ । গোর দেবে তোর বাপকে আর তোর বাপবরসি ভাতারকে । গালখাগি, তুই যে ভাতার ভাতার করিস, তোর ভাতারে আর আছে কি, হতে কিছু বস্তু রেখেচি ? তোর পাঁচ বনের আগে আমার বিয়ে হয়েছে, মারি পাঁচ বনের একা জোপ করি । তার পর রপুকে মসকে মসকে

চিংড়ে মালা ফ্যাক্ ক্যাক্ কেসোওঠা আঁবের আঁটিটে আঁতাকুড়ে কেণে দিইচি, তুই কাঠকুড়ানীর মেয়ে সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্চিস্ ।

বিন্দু । তবে ভাগ ভাগ করে মরিস কেন, ওলো পাড়াকুঁহলি, পাটিবেচার মেয়ে? তোর বাপ পুঁটিমাচের মত টাকা গুণে নিয়ে তবে তোকে বেচেছিল, বখন দেখলে তুই হিজ্জে, আমাকে বিয়ে করে ।

বগ । ওলো পোড়াকপালি, তোকে বিয়ে করে নি, তোকে নিকেও করে নি, তোকে রেখেচে ;—বাবুরা মেগের বরস হলে যেমন রাখে, তেমনি তোকে রেখেচে । তুই বারেগার চিক ঝুলিয়ে দে, মেজের সালা বিছানা কর, তাকিয়ে বসা, বাঁধাছকোঙণো মেজে ঘসে রাধ্, খাটে ছুই হাত পুরু যদি পাত্, পায় বার গাছা মল দে, পাছাপেড়ে শাড়ী পর, ফিরিজি করে ধোঁপা বাধ্, বেঁধে বাবুকে নিয়ে সন্ধ্যার পর একটু পোর্ট খেয়ে মত্ত হ, আর ছকিয়ে বাবুর মুখে চুণ কালী দে ।

বিন্দু । ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,

আমি বুদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন ।

বগ । ওরে আমার শ্যালকাঁটা ফুলের কলি রে, ওরে আমার ডাব্, নারকেলের, ন্যাওরাপাতি, ওরে আমার মড়িপোড়ানীর কম্লে বাচুর ; বাছার বুঝি দাঁত ওঠে নি, বাছা বুঝি মাজী দিয়ে কাম্ড়াচ্ছে ।—ও আবাগি, সরে বা, ও পোড়াকপালি, বুড়ো ভাতারের কাছ থেকে, সরে দাঁড়া, কেমন কেমন দেখার, বাপ কি বলে ভুল হয়—

আমি কচ্কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি, মড়িপোড়ানীর কি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিচি ।

[পদ্মলোচনের দাড়ী ধরিয়। নৃত্য

আমি কচ্কে ছুঁড়ি, ফুলের কুঁড়ি, মড়িপোড়ানীর কি
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিচি ।

বিশ্ব । (পদ্মলোচনের নাসিকার কীল মারিয়া) তুই কেন আমাকে
 রিয়ে করেছিলি, তোর জন্যেই ত আমার এ ব্যাখ্যানা সহিতে হয় । থাক্
 তোর বুড়ীকে নিয়ে, আমি বাপের বাড়ী যাই ।

[প্রস্থান ।

পদ্ম । বড় রাণি, তোমার জিত । তুমি হাজারী হক্ আমার সমরের
 মাগ,—

বগ । তোমার আর গোড়া কেটে আগার জল দিতে হবে না ।

পদ্ম । আমি তোমাকে এক দিনও অমান্য করি না, তুমি বখন বা
 চাও তাই দিচ্চি, তোমার অীচরণের চুটকি হয়ে পড়ে আছি ।

বগ । তোমার আর ভাতারগিরি ফলাতে হবে না, তুমি ভাতারও
 না, ভাতারের ভাও না ; ভাতার বলি ও বাড়ীর বট্টাকুরকে, বড় দিদির
 আঁচল ধরে বেড়ায়—

পদ্ম । (গীত) আয় আমার অঞ্চলের নিধি,

আঁচল ধরে পিছে পিছে—

বগ । পোড়ারমুখ মরে যাও,—

পদ্ম । যশোদার নীলমণি যেমন,

ননৌ খেত নেচে নেচে ।

বগ । আমি পাগলও নই ছন্নও নই যে কথার কথার আমাকে ঠাট্টা
 করবে ।

পদ্ম । সন্ধ্যা হল, এখনও ঘান হল না ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বেলডেঙ্গা—অভয়কুমারের ঘর ।

পদ্মালোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ ।

অন্ত । লোকের উপর লোক, লোকের উপর লোক, আর না যাওয়া ভাল দেখার না, বিশেষ তোমার অনুরোধ, কাল যাব।—যাওয়া মায়, অধিক দিন সেখানে থাকতে হবে না ; মাগ গ্যানার গদ গদ, স্ত্রী চাকর বাকরের সামিল, বাইরে থাকবের স্থান নাই ; কাজেই চলে আসতে হবে ।

পদ্ম । জামাই-বারিক ।

অন্ত । জামাই-বারিকে রাত্ৰিদিন প্রেতকীর্তন হচ্ছে,—কেউ সখীসখাদ গাচ্ছেন, কেউ পাঁচালীর ছড়া বলছেন, কেউ গাঁজা টিপছেন, কেউ গুলি খাচ্ছেন ।

পদ্ম । ভূমিও ত গুলি খাও ।

অন্ত । জামাই-বারিকে বাস করতে গেলে গুলি খেতে হয় আর দাড়ী রাখতে হয় ।

পদ্ম । জামাই-বারিকটে আমার দেখা হয় নি ।

অন্ত । একটা বড় ঘর । জামাইবাবু শালা বাবুদের বৈটকখানার বসলে শালা বাবুদের লজ্জা বোধ হয়, তাই কর্তাবাবু বাড়ীর পাশে একটা বড় ঘর তৈরির করে দিয়েছেন, সব জামাইরা সেইখানে থাকে ; জামাই, ডাইখি-জামাই, ডায়ী-জামাই, নাভজামাই, জামারের জামাই, সব সেই ঘরে থাকে ।

পদ্ম । এখন কতগুলি আছে ?

অন্ত । সাড়ে বারান জন ।

পদ্ম । আবার আদপেলে কোথায় ?

অন্ত । চাপরাস-হারাগে জামাইগুলকে আদ বলে গণ্য করে ।

পদ্ম । রাজিতে শোবার সরঞ্জাম আছে ?

অন্ত । আছে বই কি, তিন কুড়ি খাট আছে—দড়ী দিয়ে ছাওয়া ; তিন কুড়ি বালিশ আছে, তিন কুড়ি পাখ-বালিশ আছে ; সব জামাইদের

এক একটা ডাবা হাঁকো আডে, কলিকৈও একটা করে; তাঁমাক, টিকে, মাখন এক কোণে থাকে, একজন চাকরের জিন্মা, তার হুকুম আছে তাঁমাক দেবে; গাঁজা, গুলি, চরস নিজে নিজে সেজে খাও।

পদ্ম। ক দিন অন্তর বাড়ীর ভিতর যেতে পারি ?

অভ। তিন দিন, চার দিন, কেউ কেউ হুগা, কেউ কেউ মাগ, কেউ কেউ বৎসর।

পদ্ম। কষ্ট বড়।

অভ। কষ্টের চূড়ান্ত। যদি খাবার সংস্থান থাকে, তা হলে কি আর সেখানে ঘাই। বিশেষ, গুলিতে অভ্যাস করে পরাধীন হয়ে পড়িচি; দ্রামাই-বারিকে অক্লেশে গুলির উপযুক্ত আহার মেলে।

পদ্ম। তবে দাঁদাকেসাত আর করো না, মানিয়ে জুনিয়ে গিয়ে সেখানে থাক।

অভ। আমার ত তাই হচ্ছে, তা আমারে যে রাখে না।

পদ্ম। কে ?

অভ। মাগ মনিব। এ বারে যদি কিছু অহকারের চিহ্ন দেখি, তা হলে তার মুখে নাতি মেরে বুলাবনে চলে যাব।

পদ্ম। ভায়া, আমাকে সঙ্গে নিও, আমি ডবোল মার্ আর খেতে পারি নে। আবাগীরে পালা উঠিয়ে দিচ্ছে; এখন জোর বার বুলুক তার, টানাটানি করে যে নিতে পারে। আমি সন্ধ্যার পর এ বাড়ী ও বাড়ী বসে গল্প করি, তার পর রাত্‌ জুই প্রহর হলে বাড়ী বাই, জুই আবাগী ঘুমিয়ে থাকে, বার ঘরে ইচ্ছে তার ঘরে ঢুকি। আগে থাকলে শব্দ নিশব্দ বুদ্ধ হয়।

অভ। দাদা, এখন রাত্‌ হয় নি, এখন বাড়ী গেলে তোমাকে কুকুর-মারা করবে; এস জুই তাইতে গিয়ে আহার করি, তার পর রাত্‌ অধিক হলে বাড়ী বেও।

পদ্ম। আচ্ছা তাই।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বেগডাঙ্গা—পদ্মলোচনের দরদালান ।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ ।

বিন্দু । (স্বগত) আজ্জোর পর্য্যন্ত জেগে থাকব । অনেক রেতে বাড়ী আসেন, আর হুঠু করে বগীর ঘরে যান । আজ্জ যেমন আসবে, অমনি গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব ।—বগী আবাগী ঘুমিয়েচে, শাড়া-গুড়ি আর পাচ্চি নে । আমি দোর ভেজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি ।

[প্রস্থান ।

বগলার প্রবেশ ।

বগ । বিন্দী পোড়াকপালী ঘুমিয়েচে । আজ্জ যেমন আসবে, অমনি ঘরে নিয়ে যাব । একটু ফাঁক পায় আর বিন্দী আবাগীর ঘরে ঢোকে । আবাগী কি চালপড়া খাওয়ালে, আমার বুক থেকে মিন্‌ঘেরে যেন ছিঁড়ে নিলে । এখন ইচ্ছেয় ত আমার ঘরে যাব না, ধরে বেঁধে বত নে যেতে পারি ।—আমি ঘরে গিয়ে বসি ; বাই আসবে আর গলায় আঁচল দিয়ে টেনে নিয়ে যাব ।

[প্রস্থান ।

চোরের প্রবেশ ।

চোর । এরা সব ঘুমিয়েচে, এই বেলা মাল সরাবার সময় ।—বড় ঘরে ঢুকি ।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ ।

বিন্দু । (চোরের গলায় গামছা দিয়া বাঁটা মারতে মারতে) তবে রে পোড়ারমুখো ডাকরা, এই তোমার ভালবাসা, তুলেও কি এক দিন আমার ঘরে যেতে নাই ; আমি ঘুমিয়ে পড়ি, আর তুমি টিপি টিপি বড় রাণীর মত ঘাস ; বড় রাণীর হৃদয় বড় মিষ্টি, ছোট রাণীর হৃদয়ে গোবরের

গন্ধ ।—মুখ ঢাকিস্ কেন?—(নাসিকার উপরে কীল)—তোর আঁজ্ হয়েচে কি, তোকে আমার বিছানায় শুইয়ে বটীর বাড়ী মাতা ভেঙ্গে দেব ।

বগলার প্রবেশ ।

বগ । (চোরের গলায় অঞ্চল দিয়া কাঁটা মারিতে মারিতে) বলি ও পোড়ারবান্দর, বেদে চোর, যাচ্চ কোথায়, এ দিকে এস, আমিও তোরা মাগ, আমাকেও বিয়ে করিচিস্; ওকেও যেমন দেখিস্, আমাকেও তেমনি দেখতে হয়। আমি ত তোরা মার পেটের বোন না যে আমার বিছানায় শুলে তোমার সমন্বয় করতে হবে? আর ড্যাকরা ঘরে আর,—(পৃষ্ঠে কীল)—আর ড্যাকরা ঘরে আর ।—

[কীল ।

বিন্দু । আরে পোড়ারমুখ, কোথায় যাও; আঁজ্ তোমারে যমে ধরেচে, যমের হাত ছাড়াতে পারবে না ।—তবু যে বাস্, ই্যা রা বেহারা, বেইমান—(কাঁটা প্রহার) । পোড়ারমুখে বাক্য হরে গিয়েচে, মৌনবতী হয়েচেন ।

[নাসিকার উপর কীল ।

বগ । ছোট রাণীর কীলগুলো বড় মিষ্টি, আর আমার কীলগুলো তেত, তাই ছোট রাণীর দিকে ঢলকে পড়্চ ।—পড়াচ্ছি তোমাকে, বটী এনে তোমার মাক কেটে নিই ।

পথলোচনের প্রবেশ ।

পথ । বাড়ীর ভিতর এত গোলমাল কেন রে; হু আবাগী কাটা-কাটি করে মরুচিস্ নাকি? মরু, আপদ্ মাক্ । আমি বলি ছুঁমিয়েচে, হুম কোথা, বুনো মহিষের যুদ্ধ বাড়িয়েচে ।

বগ, বিন্দু । (চোরকে ছাড়িয়া) তবে একে ?

পথ । তোরা ভাতার গড়িয়ে বক্কড়া করিস্ না কি ?

বগ । এতক্ষণ কোথায় ছিলে, কাঁটাগুলো বুঝি গেল, এমন আরে কীলগুলো কয়েকখানা হচ্চ কোথা

পদ্ম । তুই ব্যাটা কে রে?

বিন্দু । চোর চুরি করতে এয়েচে, টিপি টিপি বগীর ঘরে যাচ্ছিল, মামি বলি তুমি যাচ্চ, গলার গাম্‌ছা দিয়ে তাই মারতে লাগলেম, তার পর বগী এসে বোৰ্গ দিলে ।

পদ্ম । ওরে ব্যাটা সিঁদল চোর, আমার ঘরে এয়েচ চুরি কতে; ঘরের ঘরে ঘোগের বাশা বা হারামজাদা!—চল্ ব্যাটা চল্, তোকে পুলিশে দেব,—

চোর । মশাই গো, পুলিশে দেবেন না, এক দিনের মার বাঁচিয়ে দেনে ।

পদ্ম । তুই ব্যাটা চোর ত ?

চোর । আমি চোর, না তুমি চোর ।

পদ্ম । আমি চোর হলেম কিসে ?

চোর । তা নইলে রোজ রোজ সাত চোরের মার হজম কর কেমন করে ?

পদ্ম । এ কথা তুমি বলতে পার ।

চোর । আমি বিশ বছর চুরি কচ্ছি, এমন বিপদে কখন পড়িনি ; বাপ ! যেন চরুকি ঘুরিয়ে দিলে । জান্তেম, ভাল মানুষের মেয়েদের হাত থাকি কুলের মত নরম ; ওমা ! কোথায় যাব, এনাদের হাত যেন কাল-পেটা হাতুড়ি ।

পদ্ম । আচ্ছা বাপু, আমি নেরকহারামি কতে চাই নে, তোমাকে ছেড়ে দিলেম, তুমি বাড়ী যাও ।

চোর । এঁরা আর এক চোট লেবেন ।

[প্রস্থান ।

পদ্ম । তাদের আলায় আমি কি দেশভাগী হব, তোরা চোরের সঙ্গে লড়াই দিস্, তাদের সাহস কি ; এই রাত্‌র রাঁ রাঁ কচে, গ্রামের লোক নিরুত্ত, শাড়া শব্দটী নাই, তোরা কিনা এই রাতে চোর নিয়ে রণ-যাচিরে-চিস ।—আমি আজ্‌ কারো ঘরে যাব না, এই দরওয়ানানে পড়ে থাকব ।

বিন্দু। বৃষ্টি, তোমার কিকির আমি বৃষ্টি ; আমি ধরে ধাব,
আর তুমি বগী আবাগীর ধরে ঢুকবে ।

পদ্ম। তুমি কেন আমার কাছে বসে থাক না ।

বগ। বগী আবাগী ভেসে যাক ।

পদ্ম। তুমি না হর চৌকী দাও ।

[উপবেশন ।

বগ। আমার বৈলা চৌকী দাও, বিন্দীর বৈলা কাঁছে বঁস।—
আ পোড়াকপালে একচকো, তোমার মুণ্ডুটে আফ্ ঝাঁটার গোড়া দিবে
গুঁড়ো কন্তম, তা চোর বাটা এসে সতীন হল।—ছোট রাগি, আমার
কাছে বস, ছোট রাগি, আমার গায় হাত বুলাও, ছোট রাগি, আমার অন্তর্জল
কর।—পোড়ারমুখ, মরে যাও, ছোট রাগীর, কোল খালি হক্ । বলে

‘সুয়ো মেগের ঘোল আনা, দুয়োর নামে নাই,

একচকো ভাতারের মুখে বাসি আকার ছাই ।’

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,

আমি বুদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন ।

বগ। বিন্দি পোড়াকপালি, তুই আর কথা কন্ মনে, পোড়ারমুখ
যদি বৃষ্টি পেয়ে থাকে, তাকে ত্যাগ করবে ;—ও ত চোর না, তোর
নাগর, তুই পোড়াকপালি বড় খেলরাড়, তুই নাগর বলে আনলি, তোর
বলে ছাপালি,—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,

আমি বুদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন ।

বগ। কালারুখী কচিধুকী হুয় তুলচেন ; এতকণ মন-চোরার গায়
হুয় তুলচেন, এখন ভাতারের গায় হুয় তুলচেন,—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,

আমি বুদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন ।

বগ। আফ্ থেকে তুই আর ত... পারি নে, আমি এই ভাতারের
কাছে বসলেন—(পদ্মলোচনের দৃষ্টি... উপবেশন) । একে বি...

খাইরে মান্ধব, তবু তোকে দেব না।—তাতার বমকে দিতে পারি, তবু সতীনকে দিতে পারি নে।

বিন্দু। তোর ভাগের দিকে তুই বল্লি, তাতে কি আমি কথা কই; আমার ভাগ ছুঁবি ত বাঁটার বাড়ী খাবি,—

বগ। ছোঁব না ত কি তোকে ভয় করুব; এই ছুঁলেম—

[পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কীল।

বিন্দু। আমার পায় তুই এক কীল মার্লি, আমি তোর পায় দুই কীল মারি—

[পদ্মলোচনের ডান পায় দুই কীল।

বগ। তবে তোর পায় তিন কীল—

[বাঁ পায় তিন কীল।

বিন্দু। তোর পায় এই চার কীল—

[ডান পায় চার কীল।

বগ। বটে রা সর্কনাশি, তবে দেখবি নাকি কেমন করে তোকে মারি করি—

[বটী লইয়া পদ্মলোচনের বাঁ পায়

এক কোপ—প্রস্থান।

পদ্ম। পাটা একেবারে গিয়েচে, হু আছুল কোপ বসেচে, উখান-শক্তি রহিত।

বিন্দু। আহা! পোড়াকপালী মাচ-কোটা করে কেলেচে।—
এস, তোমার আনি টেনে বরের জিতর নিয়ে বাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ।



প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

কেশবপুর—জামাই-বারিক ।

ઝારિજન જાગ્યાં આસીન ।

প্রথম জা। (গাঁৱা টিপিতে টিপিতে) আৰি ভাই, আজ্ এক মাস' ড়ীৰ ভিতৰ বাই নি, প্রেরসী আমাকে ডাইতোস' কলেন নাকি।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) হয়েছিল কি ?

প্রথম জা। বালসেছিলেন, তা আড়াই দিনে সেরে গিয়েচে; আচ্
ক মাস কুঁড়েপাত্তর লুস চেন, বরমা-পনির মত ছুটে বেড়াছেন; আমি
ভীর ভিত্তর বেতে চাইলেই গিল্লী বলেন কাহিল।

কাজীরা। ভোমার তবু একটা অহিলা আছে, আমি আজ বশ দিন
সিঁড়ি-পাচিকে বরেন্ধা গুণ্টি, আর তিনি হুহুশরীরে খোসমেজাজে একা
টে পড়ছেন। আমি-পাঁচিকে রোজ বলি “পাঁচি, আমার নামের
শব্দশব্দ কি মনে আছে, আমি আজ বাতীর ভিতর বাব”; তা বলে “ভোমার
নামের শব্দ কিতে চাও মা।”

দ্বিতীয় জা। (গান্ধী টিপিতে জিজ্ঞাসিত) ক. গান্ধীজী, আপনি
 ধ্যে অনেক কাজ করে গিয়েচে দেখতে চেষ্টা করুন।

চতুর্থ ভাগ : গিরীর বনর। বাকের।
 |বার বোপা, তার তার মাঝের পাশে
 মন দিয়ে বার।

দ্বিতীয় জা। (পাঁচা চিত্রিত ইপিডে। চিত্রিত ইপিডে মজার বো নাই)

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା । ନା ।

দ্বিতীয় জা। কোন দিন চেষ্টা করছিলেন?

তৃতীয় জা। আমি এক দিন বিনা পাশে বাবার চেঁচা করেছিলেম ;
মাজের দরজার দরওয়ান বাটা পাশ দেখতে চাইলে, দেখাতে পাল্লেন
না, অর্ধচন্দ্র আহার করে ফিরে এলেম।

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) সময় না হলে আর আমা-
দের দরকার হয় না ; আমরা যেম ভাই, কুক সাহেবের আড়গড়ার মেল-
গ্যাণ্ডার, ফিমেল্ গুস্,—

দ্বিতীয় জা। সাবাস্ দাদা, বেশ্ বলেচ ; কি বল্ ব গাঁজা টিপ্চি, তা
নইলে সেক্হ্যাও কস্তেম ;—নেভার মাইন, কেনি দাও । (কমুইতে
কমুইতে ঘর্ষণ)। শালাবাবুদের পাশ নাই ?

চতুর্থ জা।—তাদের হল বাড়ী, তারা যখন মনে করে তখন বাড়ীর
ভিতর যায়।—বউমাদের পাশ আছে বটে, তাঁদের কতকটা আমাদের দশা।

তৃতীয় জা। সে ক দিন ? বে ক দিন খাঁড়া ধরতে না শেখে, তার
পল্ল জোর করে কেলা দখল করে।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টানিরা গীত—বাউলে সুর, তাল একতাল)।

মার দম্ কসে দম্ গাঁজার কল্কে তুলে,

না খেয়ে রয়েছে আমার পেটটা ফুলে ;

গাঁজা সেজে খাই, কত মজা পাই,

কেহ নাই মোর বাপের কুলে।

অভাগা কপাল, কান্ডা যেন কাল,

প্রহারে পয়জার ধরিয়ে চুলে।

একম জা। (গাঁজা টানিরা গীত—রাগ্ সিদ্ধু জদলা, তাল ধেমটা)।

বল কি হবে-মিছে ভাবিলে এখন,

ভাবিতে উচিত ছিল বিবাহ যখন।

অষ্টরস্তা বাপের বাড়ী হবেলা চড়ে না হুঁড়ী,

ভাউতে আসি স্বপ্না-বাড়ী করি কাল যাপন।

দ্বিতীয় জা। নিবারণকে ডাক না ভাই, সাতকাণ্ট রামায়ণ শোন।
বাক্ ।

তৃতীয় জা। তারা খোলা হাতে গুলি খাচ্ছে ;—ঐ এয়েচে ।

পাঁচজন জামায়ের প্রবেশ ।

দ্বিতীয় জা। নিবারণ, একবার সাতকাণ্ট রামায়ণটা শুনিয়ে দাও ।

পঞ্চম জা। কেতি কি বাবা, বেদি করে দাও ।

প্রথম জা। এই তোমার বেদি—

[একখানি খাটে গুটিকত লেপ পাতন ।

দ্বিতীয় জা। তবে বেদিতে আরোহণ কর ।

পঞ্চম জা। কিছু ভাল লাগ্চে না বাবা, মাগ মহাশয় রাগ করেচেন,
পাঁচ দিন পাশ পাই নি ।

দ্বিতীয় জা। নেভার মাইন, রামায়ণ আরম্ভ করে দাও, আজ পাশ
পাবে ।

পঞ্চম জা। (বেদিতে উপবেশনানন্তর) এক নিম্নাসে সাতকাণ্ট রামা-
য়ণ বলা সাধারণ বিদ্যার কর্ম নয়, বাবা। তবে শোন।—ঐ যে রোজ
সকাল বেলা, অর্থাৎ বামিনী বিগতা হলে, পূর্বদিকে, পরবর্ত্তমান পঞ্চাঙ্গি
দৃশ্যে, তারি লাল, রক্তবর্ণ, হিন্দুলের মত, কাটা সোণার ন্যায়, একখান
চক্ৰমকে খাল উদয় হয়, ওটা সূর্য্য। তোমরা ভাব, ও ব্যাটা কেবল সকালে
উদয় হয়ে সমস্ত দিন আপিসের কাজ চালিয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী যায়,
এমন নয় ; ওর একটা বংশ আছে, তার নাম সূর্য্য-বংশ। বংশটা তারি
বংশ, এখন নির্বংশ। এই সূর্য্যবংশে দশরথ নামে এক রাজা ছিল—
মহাবলপরাক্রম ভূধর মহীধর ধরাধর সাগর ভাগর ভাগর রাজা। অসং-
খ্যে মহলে রাজার পাল ; পালবাড়া রাজী, অর্থাৎ সকলেই বড়ো, একটীরা
গর্ভ হয় না ; বাকীতে হেলের জাঁজ নাই ।

রাজা যোগ কর যোগ নৈমিত্তিক দানাদান দানাদান

পক্ষমাদন কর্তৃক করেন, কিছুতেই রাণীদের গর্ভের সঞ্চার হল না। রাজা ভবে ভবে ‘চিন্তাজরো মহুবাণাং’ ;—তখন কুক সাহেবের আড়গড়া হয় নে, কি উপায়ে বংশ রক্ষা করেন।

তৃতীয় জা। জামাই-বারিক ছিল না?

পঞ্চম জা। রাণীদের সঙ্গে জামাই-বারিকের খাণ্ডী সম্পর্ক, থাক-লই বা কি হত?—রাজা কিংকর্তব্য অনুচা হয়ে খুব গাঁটাগোঁটা অকাল-হ্যাও গোঁচ একজন ঋষিকে আনালেন, তার নাম রসশূঙ্গ। ঋষিবর যোগ মারস্ত করলেন।—বাবা, কার দ্বারা কি হয়, কে বলতে পারে;—রসশূঙ্গ যোপোবনে ফিরে না যেতে যেতে মহারাজের চার কুমার উত্তমাশা অন্ত-পীপের ন্যায় বিহার কতে লাগল। রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। ছেলে গারটেকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে লিখতে দিলে। অল্প কালের মধ্যে ছেলেগুলো আমাদের শালাবাবুদের মত পদ্মপলাশলোচনবৎ ফুলে উঠল। পরীক্ষার দিন উপস্থিত; রাজা কড়াংকতে আপামর সাধারণ পারিদর্শী, চাই নিজে জিজ্ঞাসা করবেন। রাম উপস্থিত; রাজা জিজ্ঞাসা করেন ‘পঞ্চাশ কড়া’? রাম বলে “বার গুণ্ডা ছ কড়া”। রাজা রামের গালে একটা প্রচণ্ড চড় মারিয়া বলেন “তোমার কিছু বিদ্যা হয় নি, তুই বসে যা”। লক্ষণ উপস্থিত;—“পঞ্চাশ কড়া?” “সাত্বে বার গুণ্ডা”। প্রচণ্ড চড় মারিয়া রাজা বলেন, “বা ব্যাটা, তুইও বসে যা”। ভরত শত্রুঘ্ন উপস্থিত;—“পঞ্চাশ কড়া”; দুইজনে একবারে বলে “পাঁচ গুণ্ডা সাত কড়া”। রাজা একটু মুচুকে হেসে বলেন “বা ভোরী রাজা হগে”।

রামলক্ষণ গিড়-আজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাযুগ হওয়া নিত্যান্ত মূঢ়মতি বিবেচনার পঞ্চবটীর বনে উপসংহার করিয়া ডেরাভাঙা কেমনে। সেখানে সাওতালনন্দনদিগের সহিত হেঁড়েডুড়, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাঙা-গুলি খেলতে লাগলেন; অল্প দিনের মধ্যে সুরেক-শিখর-মিকর-পরাজিত বিখ্যাত বীর হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে কিচকিন্দা-অধিপতি বালী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিণয়-উপলক্ষে তাঁহার বৈটকধানার নৃত্য করিবাম কন্যা এক জোড়া খামটাওয়ালী উপস্থিত হয়। সাত আরস্ত হয়েচে, বালী

রাজা সিংহাসনে বক্তৃতাবে দীর্ঘ লাম্বল উচ্চ করিয়া উপবিষ্ট; হুই পাশে হুম্মান, জাম্বান, নল, নীল, গয়, গবাক প্রভৃতি লোমাচ্ছাদিত-উচ্চ-গুচ্ছধারী মহোদয়গণ চেয়ারে বেঞ্চে কোচে বিরাজ কছেন; জরির টুপি; মরেসা, জামলা, কিংখাপের চাপকান, সাটিনের চায়না-কোটে বানরকুল ঝলমল। রাম লম্বল টিকিট পেয়েছিল; তারাত্ত সভার উপস্থিত।—বুনোদের সঙ্গে থেকে ছোঁড়া ছটোর স্বভাব বিকড়ে গিয়েছিল। বালী রাজাকে বলে “খ্যামটাওয়ালী ছটোকে আমাদের দাও”; বালী বলে “দেব না”;—ঘোর যুদ্ধ;—বালী রাজা বধ। খ্যামটাওয়ালী ছটোকে ছ ভাইতে ভাগ করে নিলে; যেটার নাম সীতা, সেটা নিলে রাম; যেটার নাম সুপর্ণখা, সেটা নিলে লম্বল।

লম্বল সভাপ্রাভাস্তরে গুটি হইয়া পঞ্চবটীর বনে আগমন করে দেখেন সুপর্ণখা মায়াবিনী রাক্ষসী, রাবণের ভগিনী। তৎক্ষণাৎ গজরাজবিনিমিত্ত বারিদবৃন্দপরাঞ্জিত রজকরঞ্জন গর্দভবৎ চাঁৎকার শব্দ করলেন; নরন দিয়া ক্রোধানল, হোমানল, দাবানল, বাড়বানল, বিরহানল, কামানল, বাহির হইতে লাগল; বলেন পাপীয়সি, কালামুখি, কলঙ্কিনি, কুরঙ্গনয়নি, কালা-লিনি, তুমি দূর হও; এই বলে তার নাক কাণ কেটে নিরে তাকে বিদ্যায় করে দিলেন। লম্বল রাবণ রাজা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, ছল করে রামের সীতা হরণ করে নিরে গেল; রাম বাতাহতকল্লীবৎ মাতায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

রামটা ভ্যাবা গজারাম; লকার বুদ্ধিতে ধর্কুর-কণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ; ছল বল দুর্বল কল কোশল তার সকলি হস্তগত; বলে দাদা, তুই কাঁদিস্ কেন? পাঁচ পরসার টিকে কিনে আন, আর পাঁচ বুড়ি পাকা কলা সংগ্রহ কর, আমি তোমার সীতা উদ্ধার করে দিচ্ছি। রাম তাই করেন। লম্বল হুম্মানদিগকে এক একটা কলা দিয়ে বশীভূত করে তাদের পেয়ে এক-এক-খান টিকে ধরিয়ে বেঁধে দিলে। তার পর বলে দাও সব লম্বল চালে গিয়ে বস। হুম্মানেরা কল খেয়েচেন, কলার স্বাদ লা করে কৃতজ্ঞতা হয়,—হপ্ হপ্ করে লম্বল চালে বসল, আর লম্বল বধ হয়ে গেল। রাবণ সবশেষে নিপাত্ত; বেঁচে পালান, পালাবার বোঝাই; লম্বল

ছায় খায়; সীতা উদ্ধার। ইতি সাতকাণ্ট রামায়ণঃ সমাপ্তমিহ—এই
হলে রামায়ণ, তা বেদিতে বসেই বল আর চামর হাতে করেই বল।

তৃতীয় জা। বান্দীকির সঙ্গে মেলে না।

পঞ্চম জা। বেল্লিকের রামায়ণ বান্দীকির সঙ্গে মিলবে কেন?
কিন্তু মূল এই।

পাঁচজন জামায়ের প্রবেশ।

চতুর্থ জা। বনমালী এয়েচে, এবারে পীরের গান হক্।

বঠ জা। চারজন দোরার চাই।

চতুর্থ জা। জামাই-বারিকে দোরারের ভাবনা নাই।

বঠ জা। (চামর নন্দিরা লইয়া চারজন জামায়ের সহিত গীত)

মাণিকপীর, ভবপারে যাবার লা,

জয়নাল ফকিরি নেলে ফেনি খালে না,

চারজন জা। মাণিকপীর—

বঠ জা। আল্লা আল্লা বলরে ভাই, নবি কর সার,

মাজা ছুলিয়ে চলে যাবা ভবনদী পার।

চারজন জা। মানিকপীর—(ইত্যাদি।)

বঠ জা। শুন রে ভাই বিবরণ, লব দ্বারে আছে জীবন,

কখন যে পালাবে বল তে নাই পারি;

কোরাণেতে রয়েছে আছে, ছুনিয়েটা ক্যাবল মিছে,

খোদার নাম বিনে জানুবা সকলি বক্কারি।

যানে বিকেলে ছুপহরে, জরু ছাবাল সাতে করে,

নামাজ পড়া মনুডা করে স্থির;

মারিনলোকের রাখবা ধীর, গরিব লোককে করবা দীন;

দরগাহ গিয়ে করবা দেবা কীর।

আপন গোণ্ডা বুকে লেবা, পরের গোণ্ডা পরকে দেবা,

বড়গোনা কেজিয়ে করা কাজিকো হায়রাণি ।

পীর প্যাগম্বর মাতায় ধরা, অন্ধকারে দেখে তারা,

ছসিয়ারছে কাম্ কর্না ছোড়্কে সয়তানি ।

ঝট্‌বাংমে না দেবা দেল, সত্যছে বানাবা একেল,

ভক্তিতাবে কর্‌বা পূজো বাপ্‌ মার চরণ ।

গোনা বরাবর্ নাইকো বিষ, ভনে দ্বিজ গোলামনবিস্,

এই তো ধরম শাস্ত্রের লেখন ।

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

বঠ জা । সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল,

বেসালির ভিতর দুখু রেখে পীরকে ফাকি দিল ।

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

বঠ জা । কত কীর্ত্তি আছে রে ভাই, কওয়া নাইকো যায় ।

দেখ সাদির সমে দোলার বিবি ভুলি চেপে যায় ।*

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

বঠ জা । ওরে, কতুকুন্ডো রাক্‌লে ফেলে, তুশ্‌ নেরেলব্যাল,

আজগবি দুনিয়ার খেলা, সর্ষের মধ্য ত্যাল ।

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

বঠ জা । মুসলমানের যোন্না রে ভাই, হাঁদুর মধ্য সাধু,

কতুকুন্ডো ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্য মধু ।

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

বঠ জা । আসমানুতে য্যাগে খেলা করে সিংহলাদ,

আর দিনের বেলায় সন্ধ্যা ওঠে রাতির বেলার চাঁদ ।

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

বঠ জা । পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতী, শিকলি বাঁধা পায়,
আর ঘরজামায়ে শশুরবাড়ী মেগের নাতি খায় ।

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

বঠ জা । কত কেরামৎ জান রে বন্দা, কত কেরামৎ জান,
মাজদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টান ।

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

বঠ জা । দুর্গির ছাওয়াল কান্তিক রে ভাই, মোরগ চেপে যায়,
আর পূজো পালি বাঁজাবিবির ছাওয়াল করে দেয় ।

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

বঠ জা । রাতির বেলায় ভূতির ডরে ডরিয়ে ওঠে ছেলে,
আর হুড়কো মেয়ে ঝম্কে ওঠে খসম কাছে এলে ।

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

তৃতীয় জা । বিরহ হবে না ?

দ্বিতীয় জা । হবে না তোমার কে বলে ?

বঠ জা । এই বার হবে ।—গেয়ে লাগে তো ভাই ।

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

বঠ জা । বিরহিণী বিবি আমার গো, বঁাদে নাকো চুল ।

কল্‌জতে ফুটেচে কাঁটা পঞ্চবাণের ছল ।

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

বঠ জা । সায়েরে গিয়েচে সুখী, হাবলি আঁধার করে,
পরাণ জলে গেছে, বিবির কুকিলের চোকরে ।

চারজন জা । মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

ষষ্ঠ জা। মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে বিবির ভাসেযাচ্ছে হিঁসে,
খসম যদি থাকত কাছে রে পুঁচ্ত নুমাংল দিয়ে ।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

ষষ্ঠ জা। পিঁড়ের বসে কাঁদ'চে বিবি, ডুবি আঁখির জলে,
মোল্লারে ধরেচে ঠাসে, খসম খসম বলে ।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

ষষ্ঠ জা। ষাঁড়ের মাতায় শিং দিয়েচে, মানুষির মাতায় কেশ,
আল্লা আল্লা বল রে ভাই, পালা কল্লাম শেষ ।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি ।)

তৃতীয় জা। এ বারে পাঁচালী হক্ ।

পাঁচি এবং চারিজন দাসীর প্রবেশ ।

দ্বিতীয় জা। পাঁচালীতে আর কাজ নাই, এখন পাঁচির পাঁচালী
শোনা যাক্ ।

পাঁচি। আর সব কোথায় ?

প্রথম জা। খোলা ছাতে গুলি খাচ্ছে ।

পাঁচি। তোমাদের জল খাওয়াতে পারে আমি আপনাদের কাজে হাত
দিতে পারি । (দাসীদের প্রতি) ওগুনো ঐ খানে রাখ্ ।—তোমরা হাতে কি ?

প্রথম দা। সন্দেশের হাঁড় ।

পাঁচি। তোর হাতে ?

দ্বিতীয় দা। চিনির পানার গামলা ।

পাঁচি। তোর হাতে ?

তৃতীয় দা। ছদের গামলা ।

পাঁচি। তুই কি এনিচিস্ ?

চতুর্থ দা। সন্ধ্যা, কলা, পেয়ারা ।

পাঁচি। ছদের উড়কি এনিচিস্ ?

তৃতীয় দা । এই যে ।

পাঁচি । 'তুই এনিচিস্ ?

দ্বিতীয় দা । এই যে ।

দ্বিতীয় জা । পাঁচি, তোর নাম পাঁচি হল কেন রে ?

তৃতীয় জা । পাঁচির পাঁচ জন ছিল বলে ।

পাঁচি । এখন আর আমার পাঁচ জন নয় ।

তৃতীয় জা । ক জন ?

পাঁচি । এখন জামায়ের পাল ।

পঞ্চম জা । পাঁচি, তুমি দ্রোপদী ।

পাঁচি । না, আমি কুন্তী, বিয়ে না হতে বাবুদের বাড়ী—

তরুণ-তপন-রূপে বিমোহিত-মন,
বিবাহ না হতে, কুন্তী অপিল যৌবন ।

পঞ্চম জা । পাঁচি, তোর পতন হয়েছে ।

পাঁচি । কোথায় ?

প্রথম জা । কুরোর ভিতর ।

পঞ্চম জা । ঠাট্টা করো না বাবা, আমার দাদা রিকিউ লেখেন ।

প্রথম জা । তাঁর নাম কি ?

পঞ্চম জা । ভৌতারাম ভাট্ ।

প্রথম জা । যিনি বৈষ্টব ছিলেন, তার পর কল্যা কেটে কাজি
হয়েচেন ?

পঞ্চম জা । ভৌতারাম ভাট্কে বড় সাধারণ লোক জ্ঞান করে না ;
তার রিকিউয়ের ভারি খার,—

প্রথম জা । খানা কাটা যায় ?

পঞ্চম জা । তুমি মূর্খ, রিকিউয়ের “খার” বুঝবে কি, পাঁচি বুঝেচে ।

পাঁচি । আশ বঁটা ।

পঞ্চম জা । পাঁচি, তোর পতন কি নি ?

পাঁচি । ভৌতারাম ভাটের চা খাচ্ছে ত হয় নি ।

তৃতীয় জা। আমার চকে ত নয়।

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট বলেন, কবিতা লেখার প্রণালী হচ্ছে
“তিন তিন দুই তিন তিন,” তোমার তিন তিন দুই চার হয়ে গিয়েচে।

প্রথম জা। ওর যে ব্যেস তিন তিন দুই সাত হতে পারে।

পাঁচি। ভোঁতারাম ভাট বুঝি জামাই-বারিকে লেখা পড়া শিখেছিলেন?

পঞ্চম জা। তাকে লেখা পড়া শেখালে কে?

পাঁচি। কেন, আমার স্বামী।

পঞ্চম জা। তোর স্বামী লেখা পড়া জানে?

পাঁচি। তোমাদের চাইতে ভাল।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি ষোড়শী, রূপসী, সরগী, বায়সী,—

পাঁচি। পোড়া কপাল আর কি, বায়সী যে কাক।

পঞ্চম জা। কাকী; “দী”র মিল কত্তে তাকে কাকী বলে কেলিচি।

দ্বিতীয় জা। পাঁচি, তুই এত গহনা পেলি কোথা?

পাঁচি। জামাই-বারিকে।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি আমাদের কমিসারি জেনারেল; তুমি যে
প্রমদা-পরিমল-পিঙ্গল প্রণালীতে রসদ সরবরা কচ্চ, তুমি একটু গা-ঢাকা
হয়ে থেকো।

পাঁচি। কেন গো?

পঞ্চম জা। লুশাই এক্সপিডিসানে ধরে নিয়ে যাবে।

পাঁচি। তাতে তোমাদের অধিক ভয়।

পঞ্চম জা। কেন লো?

পাঁচি। তারা বাঁধা-খেগো বয়েল ধচ্ছে।

পঞ্চম জা। ভাল বলেচ পাঁচি ঠাকুরকি; আমি মরে যাই, তুমি
আমার সঙ্গে সহমরণে চল।

পাঁচি। সহমরণে যে বাবার সেই যাবে।—এখন তোমরা এক জায়গার
যাবে, না আমার টানা-পড়েন কত্তে যাবে?

ষষ্ঠ জা। আমরা সব খোলা জায়গায় যাব।

[দশজন জামায়ের প্রস্থান।]

প্রথম জা। পাঁচি, আমার পেট জলে উঠেচে, আমাকে এই খানে দে ।

[একখানি রেকাব আর দুটা বাটা লইয়া উপবেশন ।

পাঁচি। (দাসীদের প্রতি) তোরা এ দিকে আর । (দুটা গোলা চার-খানি সসা কাটা, একটা ধোনাফেলা পেয়ারা, এক উড়কি চিনির পানা, এক উড়কি ছদ প্রদান ।)

প্রথম জা। আর একটু ছদ দে, আজ বড় গুলি টেনিচি ।

[আহার ।

তৃতীয় জা। পাঁচি, আমার নামে পাশ বেরিয়েচে ?

পাঁচি। বলতে পারি নে, পাশগুলি আমার আঁচলে বাঁধা আছে ।

দ্বিতীয় জা। আজ যে দেখি আঁচল-ভরা পাশ; বাবুদের বাড়ী শ্রাদ্ধ না কি, নইলে এত নাগা সন্ন্যাসীর আহ্বান কেন ?

তৃতীয় জা। পাঁচি, পাশগুলো পড়ে পড়ে আমার হাতে দে না ভাই ।

পাঁচি। (অঞ্চল হইতে পাশগুলি খুলিয়া পঠনানন্তর প্রদান)
বতীন্দ্রমোহন, দিগম্বর, রাজেন্দ্রলাল, কিশোরীচাঁদ, কৃষ্ণদাস, দ্বারিকানাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অন্নদাপ্রসাদ, মনোমোহন, উমেশচন্দ্র, মুরলীধর, আশুতোষ, কাদীমোহন, মোহিনীমোহন, হেমচন্দ্র জুনিয়ার, জগদ্বন্ধু, মহেন্দ্রলাল, প্যারিচরণ, ভূদেব, জগদীশ, গুরুচরণ, গৌরদাস, হেমচন্দ্র সীনিয়ার, রজনলাল, বঙ্কিম,—

তৃতীয় জা। আমার নাম এখনও বেরুল না, কি সর্বনাশ!—আর কখন আছে ?

পাঁচি। একখান ।

তৃতীয় জা। পড় দেখি ।

পাঁচি। মৌলভি আব্দুল লতিক ।

দ্বিতীয় জা। ও কার ?

তৃতীয় জা। ও ত ছোট জামায়ের, সে রাতদিন চন্দা চকে দেয় বলে তাকে আমরা আব্দুল লতিক বলি ।—পাঁচি, আমি আজ গলার দড়ী দিয়ে বন্ধ ।

অভয়কুমারের প্রবেশ ।

অভ । পাঁচি, আমার পাশ বেরিয়েচে ?

পাঁচি । তোমার পাশ হারিয়ে গিয়েচে ।

অভ । আমি তবে বাড়ীর ভিতর যেতে পাবনা ?

পাঁচি । বিবেচনার স্থল ।

অভ । তবে আমাকে পায়ে ধরে বাড়ী থেকে অনুলি কেন ?

দ্বিতীয় জা । সেখানে গর্ভসঙ্গী হয় বলে ।—আজ পাশ পেয়েচি
হাবা, আজ এক লাফে লক্ষা ডিঙ্গাতে পারি,—

হাবার মার প্রবেশ ।

হাবা । অভয় কোথায় ? তার জন্তে এই লেখন এনিচি ।

[অভয়ের গ্রহণ ।

পাঁচি । হাতে লেখা পাশ ।

দ্বিতীয় জা । কাঠের বেরাল হলে কি হয়, ইঁহুর ধন্তে পারুলিই হল ।

হাবা । বলে

‘নৌকা ডিঙ্গে চাই নে আমি, আজ্ঞে যদি পাই,

গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে স্বপ্তুর বাড়ী যাই ।’

দ্বিতীয় জা । হাবার মা, একটা গান কর ।

হাবা । (গীত, রাগ সিঙ্কু কাপি, তাল খেমটা ।)

মনের মত নাগর যদি পাই,

প্রেমভোরেতে তারে আমার যৌবনে জড়াই,

মেতি আমলা দিয়ে চুলে, সাজিয়ে খোঁপা বকুলফুলে,

মুচকে হেসে, কাছে বসে, ছুবেলা তার মন যৌগাই ।

[নৃত্য ।

পাঁচি । তোমরা জলটল থাকে, না কেবল নাচ দেখবে ?

দ্বিতীয় জা । তুমি অগ্রসর হও, আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

বসেবসে প্রবেশমান হই ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

কেশবপুর—কামিনীর শয়নঘর ।

কামিনী এবং হাবার মার প্রবেশ ।

কামি । হাবার মা, তার গায় ত গন্ধ কচ্ছে না ? ও'সখন বাড়ী থেকে আসে, তখন ওর গায় বোট্কা বোট্কা গন্ধ হয় ।—বাড়ীতে খেতে গায় না, তেল মাখে না, নার না, কামায় না ।

হাবা । তোর আর কথা শুনে বাঁচি নে ; আমি দেখিচি, কেমন তেল মেখেচে, চুলগুলো যেন তেলে সঁতার দিচ্ছে ।

কামি । তবেই আমার মাতা খেয়েচে ; বালিশের ওয়াড়গুলিন মল্লিকে ফুলের মত ধপ্ ধপ্ কচ্ছে, এক দিন শুলেই ক্ষিতি মেথরাণীকে ডাক্তে হবে ।

হাবা । তুই যে ঠাকারের কথা কস্, তাইতে তোর ভাতার রাগ করে যায় ।

কামি । রাগ করে গেল, ডাক্তে ত পাল্লে না, তু করে ডাক্তেই ত আবার এয়েচে ।

হাবা । রাত অনেক হয়েচে, তুই শো, আমি তারে ডেকে আনি ।

[প্রস্থান ।

কামি । (মুকুরের নিকট দাঁড়াইয়া আপন অঙ্গ দর্শন করিতে করিতে)

এ কি বাবার বিবেচনা,
দেশে কি বর মেলে না ;
স্ত্রাওড়া গাছের কেলে সোণা,
গাজার খবর যোল আনা,
তারি হাতে এই ললনা ।

(মুকুরের মল্লিক চোয়ালে ঝুপবেশনানন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস)
কেন বী বাঁদিমু চুলে, কেন মল্লিকার ফুল
ঘিরে দিমু বরীর গায় ;

মুক্তপুঞ্জ অলকায়, কেন দোলাইনু, হায় !
 কেন আলতা দিনু রাঙ্গা পায় ;
 কটিতটে চন্দ্রহার, মরি, মরি, কি বাহার।
 কিবা হার পয়োধরোপরে ;
 ছাঁচি পানে দিয়ে খর, রাঞ্জিয়াছি ওষ্ঠাধর ;
 মেদিপাতা দিচি পদ্ম করে ;
 নীল নেত্র মনোহর, যেন দুটী ইন্দীবর,
 যোগ-ভঙ্গ অপাঙ্গের নাম ;
 নবীন-যৌবন-ধন কায়ে করি বিতরণ,
 পরিণেতা পোড়া বাহুরাম ;
 ঘরজামায়ে অন্নদাস, পড়ে গুলি খাচ্ছে ঘাস,
 বার মাস করে আলাতন ;
 এখনি নিকটে বসে, মাতা খাবে দাদ্ ঘসে,
 কাটা পায় ছিঁড়িবে বসন ;
 থাকে যবে নিজ ঘরে, স্বহস্তে লাজল ধরে,
 মাতায় বিচালি বাঁধি আনে ;
 এমন চাসার কাছে, আমার কি হুক আছে,
 কি আছে কপালে কেবা জানে ।

অভয় কুমারের প্রবেশ ।

অভ । কামিনি, এখন বে জেগে রয়েচ ?

কামি । টেবেলের উপর এক বোতল গোলাপজল আছে, ওটা সব
 তোমার গার ঢেলে দাও ; আতর গ্যাভেণ্ডার মুখে রগড়ে রগড়ে মাখ
 তার পর আমার কাছে এস ।

অভ । আমি তা করব না ।

কামি । অন্য অন্য জামাইরা ত করে ।

অভ । তারা জামাই-বারিকের জাম্বুবাণ, তাই করে ।—ও কথা-
গুলিন আমি ভাল বাঁসি না, ওতে আমার অপমান বোধ হয় । কামিনি,
তুমি এমন নির্দয় কেন ?

[কামিনীর চেয়ার ধারণ ।

কামি । (নাক টিপিয়া) ওঁরে মাঁ গন্ধে মলুঁম, গন্ধে মলুঁম, গন্ধে মলুঁম,
গন্ধে মলুঁম ; কোঁথায় বাঁব, কি করব, কেমন করে রাঁত কাটাঁব ।—
গন্ধে মলুঁম, গন্ধে মলুঁম, ওঁরে মা গন্ধে মলুঁম,—

অভ । (চিৎ হইয়া পড়িয়া চীৎকার শব্দে) বাবা রে, মা রে, মলেম রে,
মেরে ফেলে রে, কোঁথায় বাব রে !—

কামি । দেখ, দেখ, হাড়াই ডোমাই হয়, বাড়ীর সকলে ওঠে ।

অভ । ওরে বাড়ীর লোক, তোমরা দৌড়ে এস, আমারে মেরে
ফেলে । বাবা রে, মা রে, মলেম রে, মেরে ফেলে রে !—

পাঁচি, হাবার মা, বোঁ, এবং পুরমহিলা-চতুর্ভুজের

প্রবেশ ।

হাবা । ওমা ! আমি কোঁথায় বাব, কি হল, অভয় আমার অমন
করে পড়ে কেন ? গোঁ গোঁ কছে যে ।

পাঁচি । ফুলদিদি, কি হয়েছে ?

কামি । হবে আবার কি ।

বউ । অভয়কুমার, তুমি চেষ্টাচ্ছিলে কেন ?

অভ । কামিনী আমার দেখে নাক টিপে নাকি সুরে “ওঁরে মাঁ, গন্ধে
মলুঁম, কোঁথায় বাব” বলতে লাগল, আমি ভাবলেম পেতনী ।

বউ । (কামিনীর প্রতি) পোড়ারমুখি, সব বোনগুলিন এক, গন্ধ
গন্ধ করে মহেন ; ওঁদের গায় গন্ধ, আর ওঁদের ভাতাদের গায়
পচা নর্দমার গন্ধ । পোড়ারমুখীকে গন্ধ করে রোজ মিছেমিছি আদ

মন গোলাশজল নষ্ট করে।—পাঁচি, দৌড়ে যা, ঠাকুরগকে বল্গে, কোন ভয় নাই, অভয়কুমার ঘুমের ঘোরে ডরিয়ে উঠেছিল।

[পাঁচির প্রস্থান।

হাবা। শুল বা কখন, ঘুমল বা কখন, এই ত এল।—ভূতের ওজা ডেকে বাছারে একবার ঝাড়িয়ে নাও, বোধ হয় পেনতনীর দৃষ্টি হয়েছে,—

অভ। শুভদৃষ্টির সময় থেকে।

হাবা। ইষ্টদেবতার নাম কর।

বউ। তুমি শীগ্গির মর।

[কামিনী এবং অভয়কুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অভ। হাবার মার কথা শুনি, ইষ্টদেবতার নাম করি।

কামি। পোড়ারমুখ, ছোট লোকের রীতির দোষ, অকারণ বউমার কাছে আমাকে লাঞ্ছনা খাওয়ালেন; বউমাকে আমরা মায়ের মত মান্য করি, তার কাছে আমার এই ঢলাঢলি; কাল সকালে কত ব্যাখ্যান। সইতে হবে; কারো কাছে মুখ দেখাতে পারব না; দাদা শুনে কি বলবেন, মাই বা কি ভাববেন।

অভ। তুমিইত এর কারণ।

কামি। আজ তোমারি এক দিন আর আমারি এক দিন, খাটে উঠবে আর ন-দিদির মত করব,—নাতি মেরে নাবিয়ে দেব।

অভ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বটে—এত দূর!

কামি। চক রাক্ষাস, মারবে না কি?

অভ। গোয়ার হলে মাভেম।—(দীর্ঘ নিশ্বাস)—কামিনি, আমি তোমার স্বামী; কামিনি, আমি জনৈক মত বাই, তোমাকে একটা কথা বলে বাই; তোমার কথায় আমার চকু দিয়ে কখন জল পড়ে নি, আজ পড়ল,—

কামি। আমার মাতা খাও, গুপ্ত করো না, খাটে এস।

অভ। এ শরীরে আর না।

[প্রস্থান।

কামি । কত বার অমন রাগ দেখিচি । (খট্টাঙ্গ উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন এবং ক্ষণকাল পরে খট্টাঙ্গে উপবেশন—দীর্ঘ নিশ্বাস) ঘুম ত হয় না । (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি ত বিষম জ্বালায় পড়্‌লেম,—“আজ পড়্‌ল”—আমিও ত আর রাখতে পারি নে, আমরা “আজ পড়্‌ল”—(রোদন) । “তারা জামাই-বারিকের জাম্বুবান”—“গোঁয়ার হলে মাত্তম”—“আজ পড়্‌ল”—ওমা, কি করি, বুক যে ফেটে যায় !

পাঁচির প্রবেশ ।

পাঁচি । ফুলদিদি, তুমি এমন সর্বনাশ করেচ, জামাই বাবুকে নাতি মেরেচ ; কর্তার কাছে জামাই বাবু কাঁদতে কাঁদতে বলেন ।

কামি । নাতি মেরেচি বলেচে ?

পাঁচি । নাতি মাত্তে চেয়েচ ।

কামি । বাবা কি বলেন ?

পাঁচি । কর্তামহাশয় গালে মুখে চড়াতে লাগলেন, আর বলেন অমন মেয়ের আর মুখ-দর্শন করব না,—

কামি । অভয় কোথায় ?

পাঁচি । কর্তামহাশয় কত বলেন, তা তিনি শুনলেন না, রাগ করে চলে গিয়েচেন ।

কামি । তবে আমাকে একখান খুর এনে দাও, আমি মেজদিদির মত করি,—

পাঁচি । তুমি যাও কোথা ?

কামি । মেজদিদির কাছে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

বৃন্দাবন—পদ্মলোচনের মঠ ।

অভয়কুমার এবং পদ্মলোচনের প্রবেশ ।

অভ । দাদা, আর ত হাত পুড়িয়ে খেতে পারি নে ; তুমি যদি, অন্নুমতি দাও, আমি কণ্ঠীবদল করি ; আর কিছু করুক না করুক হু বেলা দুটো রेंধে ত দেবে ।

পদ্ম । হাত পোড়ান ছলনা, স্ত্রীলোক নইলে থাকতে পার না তাই বল । তুমি এমনি মাগমুখো, আবার পদাঘাত ভোজন কত্তে দেশে যেতে চাও ।

অভ । পদাঘাত করে নি, কত্তে চেয়েছিল ।

পদ্ম । এই বার পেল হবে ।

অভ । আমি ভাবছিলাম আর একটা পরীক্ষা করে দেখি ; যন্ত্র-বাড়ী যাই, যদি স্নেহ মমতা করে, তবে সংসারধর্ম করি ; কখন কখন তার স্বভাবটা বড় মিষ্টি হয় ; কিন্তু দাদা, প্যাদা মনে হলে সেখানে আর যেতে ইচ্ছা করে না, চিরকাল এইরূপ বাবাজী হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে ।

পদ্ম । আমি ত ভাই, বেশ আছি, এক বৎসর বৈষ্ণব হইচি, হাড়-গোড়গুলো ষোড়া লেগেচে ।

অভ । না দাদা, যেতে আর মন সরে না ; আবার যদি পদাঘাতের পালা পড়ে, তা হলে হাতেরও বাবে পাতেরও বাবে, আবার কষ্ট করে বৃন্দাবনে আসতে হবে ।—আমার যদি প্রথম স্ত্রী থাকত, তা হলে আমি জামাই-বারিকে অন্ধের মত কলাগুলি নিয়ে নিম্নবাড়ীতে সংসারধর্ম কত্তেম ।

পদ্ম । মোক্কা কথাটা, একটা মেয়েমানুষ চাই ।

অন্ত । ° ব্রজবাসিনীদের সন্ধান নিছিলে ?

পদ্ম । যাদের কেলিকদম্বের তলার দেখেছিলে ?

অন্ত । এমন মুনোহর মাধুরী কখন দেখি নাই, যেমন রূপ তেমনি
রিচ্ছদ ; স্বভাব বতদূর নরম হতে হয় ;—নরম স্বভাব জীলোকের প্রধান
ধণ ।

পদ্ম । মাধব বৈরাগী বহুকাল বৃন্দাবনে আশ্রম করে আছেন ;
গনি নিত্য দৈন্য নন, তাঁর আশ্রমের চারিদিকে ফুলের বাগান, বাগানের
শান্তভাগে অতিথিশালা, সেখানে নিত্য সদাশ্রিত । তাঁর পূর্ববাস কলি-
গতার দক্ষিণ বারীপুর গ্রাম । তারা তাঁরি মেয়ে ।

অন্ত । চারিটাই ?

পদ্ম । বড়টী তাঁর বৈষ্ণবী, ছোট তিনটী তাঁর কন্যা ।

অন্ত । বড় মেয়েটিকে যদি আমার দেয়, আমি কষ্টবদল করি ।

পদ্ম । আমার ইচ্ছা ছোট দুটীকে বোড়া বিয়ে করি, বিয়ে করে
বৃন্দাবনে একবার শত্ৰুনিশঙ্কুর যুদ্ধ দেখি ।

অন্ত । ওদের বেশ নরম প্রকৃতি, ওরা বোধ করি সতীনের সঙ্গেও
ঝকড়া কতে পারে না ।—এমন নিটোল গোল গঠন কখন দেখি নাই ;
ওদের গায় গহনা দিলে কি শোভাই হয় ।

পদ্ম । মৃণালে সোণার তাগা পরালে যা হয় ।

অন্ত । দাদা, তুমি ওদের বাড়ী গিছিলে ?

পদ্ম । গিছিলেম । মাধব বৈরাগী পরম ধার্মিক, অতি মিষ্টস্বভাব ;
আমার অতিশয় আদর করেন, আর বলেন “বাবাজি, তুমি নূতন বৈষ্ণব,
তোমার বধন বে সাহায্য আবশ্যক হয় আমাকে বলো” ।

অন্ত । এমন বাগ-না হলে এমন মেয়ে জন্মায় ?—মেয়েরা তোমার
কাছে এসে ?

পদ্ম । আমি ও আর এখানে পত্নীষয়ের পদাধিতাহারী পদ্মসোচন
বাবু নাই যে তারা ভয় করবে ; আর এখানে বৈষ্ণবচূড়ামণি পদ্ম বাবাজী ;
তারা নির্ভয়ে আমার কাছে বলে কথা কইতে লাগল ।

অভ। দাদা, আমি এক দিন যাব ?

পদ্ম। যে দিন ইচ্ছা।

অভ। বড় মেয়েটা কথা কইলে ?

পদ্ম। ছুটি একটি। বড় মেয়েটা বড় লজ্জাশীলা, ছোট ছুটি তত নয়, মাধবের বৈষ্ণবী ত রস-সরোবর, নাক দে মুক দে চক দে কথা কর।

অভ। তিনি কি এদের মা ?

পদ্ম। এদের মা নাই, বৈষ্ণবীর সঙ্গে মাধব সম্প্রতি কঙ্গীবদল করেচেন।

অভ। দাদা, তুমি বুন্দাবনে আছ তা কেউ জানে ?

পদ্ম। জনপ্রাণী না। আমি দেখলেম, দু সতীনে আমাকে ছেড়ে পরস্পর কাটাকাটি আরম্ভ করলে, তাই কারো কিছু না বলে চলে এলেম। তবে বুন্দাবনে এসে আমার ভাইপোকে একখানি চিঠি লিখিচি, কিন্তু তাকে বারণ করে দিইচি আমার বৈষ্ণবশ্রম কেহ না জানতে পারে।—তোমার কথা কেউ জানে ?

অভ। আমার আছে কে তা জানবে ?—দাদা, বৈষ্ণবীদের সঙ্গে কঙ্গীবদলের কথা হল ?

পদ্ম। তারা স্রবরা হবে।

অভ। তবে ত আমার আশা নাই।

পদ্ম। তুমি এখন সাধু পুরুষ, এক দোষ ছিল গুলি, তা তুমি বৈষ্ণব হয়ে ছেড়ে দিয়েচ ; তোমার পেলে আর কারো নেবে না।

অভ। তবে দেশের আশা ছেড়ে দিই ?

পদ্ম। ভাল করে বিবেচনা করা যাক।

অভ। আর একবার দেখলে হত, কিন্তু অনেক কাঠ খড়।—দাদা, তোমার পাচিকা এনে দিচ্ছি, এই খানেই ভরাভর।

পদ্ম। আমি আহারের যোগাড় দেখি।

অভ। আমি মাধবের আশ্রমে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বৃন্দাবন—মাধব বৈরাগীর আশ্রম ।

এক দিকে মাধব অপর দিকে পদ্মলোচনের প্রবেশ ।

পদ্ম । দণ্ডবৎ বাবাজি ।

মাধ । দণ্ডবৎ বাবাজি ।

পদ্ম । বাবাজীর মঙ্গল ?

মাধ । রাধাকৃষ্ণের প্রসাদাৎ সকলি মঙ্গল ।—বাবাজী বহুতন ।

পদ্ম । যে আজ্ঞা বাবাজি ।

মাধ । ছোট বাবাজীর স্বভাব অতিমিষ্ট, আমার বৈষ্ণবী এবং কন্যা তিনটী তাঁকে অতিশয় ভালবাসে । কষ্টীবদলে সকলেরি মত হয়েছে, এখন আপনারা অনুগ্রহ করলেই হয় ।

বৈষ্ণবী-চতুর্কয়ের প্রবেশ ।

পদ্ম । বাবাজি, আপনি বৈষ্ণব-কুলতিলক, বৃন্দাবন-ভূষণ ; আপনার স্বরলক্ষ্যতাবা অশীলা তনয়ার পাণিগ্রহণ করা সাধারণ প্রাধা নয় ; তবে একটা প্রতিবন্ধকতা ছিল ।

প্রথম বৈষ্ণ । কি বাবাজি ?

পদ্ম । অভয়কুমারের একটা স্ত্রী ছিল ।

প্রথম বৈষ্ণ । তা ত ছোট বাবাজী বলেচেন ; তার পায়ের এমনি জোর, ছোট বাবাজীকে এক পদাঘাতে বৃন্দাবনে ছুড়ে কেলে দিয়েচে—

“দেছি পদ-পল্লবমুদারমু” ।

পদ্ম । আপনারা ছোট বাবাজী অতিশয় দ্বৈশ, সেই পদাঘাত-প্রহারিণী প্রেমদার কাছে পুনরায় গড়া করার মনস্থ করেছিলেন ; বলেন প্রেমদার উগ্রস্বভাব হক্ কিন্তু তার ক্ষমতা দেহস্থান্য ছিল না ।

প্রথম বৈষ্ণব। বাবাজি, তার মেহটা পারের দিকে অধিক নেবে পা
হুটো রসেছিল।

মাধ। তবে তিনি আমার কন্ঠার সঙ্গে কণ্ঠবদলে মত্ দিলেন কেমন
করে ?

পদ্ম। সম্পূর্ণ মত্ দেন নাই ; তাঁর মনটা পারাগি নৌকার মত একবার
কেশবপুর একবার বৃন্দাবন যাতায়াত কচ্ছিল।

প্রথম বৈষ্ণব। কুঞ্জবনে বাজ্লে বাঁশী, ঘরে রয় না মন,
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, রাধা ভেবে উচাটন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণব। সে জীর কাছে যাওয়াই স্থির করেচেন, বাবাজি ?

পদ্ম। থাক্লে যেতেন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণব। সে জীর কি হয়েচে ?

পদ্ম। এই লিপি পাঠ কর ; আমার ভ্রাতৃপুত্রের লিপি।

প্রথম বৈষ্ণব। বাবাজি, অস্বস্তি করেন ত সমুদায় লিপিখানি পাঠ
করি।

পদ্ম। স্বচ্ছন্দে।

প্রথম বৈষ্ণব। (লিপিপাঠ)

শ্রীচরণাঙ্ক

আপনার লিপি প্রাপ্ত হইলাম। জীবন থাকিতে আর গৃহে
প্রত্যাগমন করিবেন না, মনস্থ করিয়াছেন। আপনি ভবনমধ্যে
বে ভীষণদর্শন দর্শন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন,
ভাষাতে প্রত্যাগমন কখনই মনোমধ্যে উদয় হইবার সম্ভাবনা
নাই। কিন্তু ভ্রমভ্রান্ত মহাশয়, অবস্থার পরিবর্তনে স্বভাবের
পরিবর্তন হয় ; আপনি যদি খুড়ীমাদিগের চরিত্র এক্ষণে এক-
বার দর্শন করেন, আপনি দরজিচিতে আবাসে আসিয়া বাস
করিবেন সন্দেহ নাই। যে বনে অহরহ কলহ-কোলাহলে
বারস বসিতে পাইত না, সেই ভবন এক্ষণে শান্ত, নীরব,—
সুচিকাপতন শব্দ প্রবণগোচর হয়। সর্বাঙ্গদক-স্বামি-শোকে

স্বপ্নাবুগল বিগ্রহের চিরসন্ধি করিয়া অবিরল-বিগলিত-জলধারা-
কুললোচনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতেছেন;—শীর্ণ কণেবর,
মলিন বসন, দীন নেত্র, আলুলায়িত কেশ। ছোট খুড়ী রন্ধন
করিয়া বড় খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন, বড় খুড়ী রন্ধন করিয়া
ছোট খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন;—একত্রে উপবেশন, একত্রে
শয়ন, একত্রে রোদন; দেখিলে বোধ হয় যেন ছুটি স্নেহভরা
বিধবা সহোদরা; কেবল “হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে।”
বলিয়া বিষাদ-নিখাস পরিত্যাগ করিতেছেন, আর বলিতেছেন
“পাপীয়সীর সম্পূর্ণ শাস্তি হইয়াছে, এক্ষণে তুমি বাড়ী এস, আর
কলহ শুনিতে পাইবে না”। আমি ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে যতদূর বৃদ্ধিতে
পারি, বোধ হয় আপনি যদি ভবনে পুনরাগমন করেন, এক্ষণে
আপনি স্ত্রী হইবেন।

অভয় কাকার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইতি

সেবক

শ্রীনলিনিনাথ রায়।”

বাবাজি, ছোট বাবাজী জৈগ, না আপনি জৈগ, লিপি শুনে আপনার
চক্ষে জল কেন?

পদ্ম। লিপি শুনে ভেঁমার ছোট বাবাজী গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছেন,
ছ দিন বিহান্ন থেকে উঠেন নি। বলেন “আমি তার সেই রাগ রাগ
মুখখানি আর দেখতে পাব না।”—এমনি জৈগ, ছ দিন খেলে না।

প্রথম বৈক। তাবলেন, পদাঘাতের উপসংহার হল।

দ্বিতীয় বৈক। আপনি যেখানে যাবেন?

পদ্ম। চিট পড়ে মনটা কেমন হয়েছে, আর না গিয়ে থাকতে
পারি নে। অভয়কুমারকে তোমাদের এখানে রেখে, আমি দেশে যাই।

প্রথম বৈক। ছোট বাবাজী বরজামারে হবেন না কি?

পদ্ম। ‘টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভোনে।’

দ্বিতীয় বৈক। এক্ষণে আর প্রতিবন্ধকতা নাই?

পদ্ম। কিছুমাত্র না!

মাধ। তবে দিন স্থির করুন।

পদ্ম। কথাবার্তা স্থির হক।

মাধ। বৈষ্ণব ভিখারীর বিয়েতে কথা আর বার্তা।

প্রথম বৈষ্ণ। দেওয়া ধোঁওয়ার বিবরণ কল্‌চেন।

পদ্ম। সেও ত একটা কথা বটে ॥

প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু।

মাধ। কি বল্‌চ বৈষ্ণবি?

প্রথম বৈষ্ণ। একটা হীরার আংটি দেব।

মাধ। অবস্ত।

প্রথম বৈষ্ণ। আর মেরেকে আটগাছি সোণার দমদম।

পদ্ম। তোমার মেরে, তুমি যা ইচ্ছে তাই দিতে পার।

প্রথম বৈষ্ণ। আপনি কেবল বরাভরণের বিবরণটা শুনতে চান। কলিকাতার মত করবেন না; ছেলে যদি একটু ভাল হল, রত্নগর্ভা জননী আঙ্গোট পাতে পেতে বসলেন, বড়ী দাও, ছড়ী দাও, সাল দাও, ছেলেকে একটা সোণার লেজ গড়িয়ে দাও। এটা অতিমৌচ প্রবৃত্তি; মেরে যদি চকে লাগল, মেরের বাপের যেমন সজ্জতি তেমনি নিয়ে বিয়ে কর।

মাধ। আমি দীন হুঃখী, বরাভরণ কোথায় পাব।

প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু।

মাধ। কি বল্‌চ বৈষ্ণবি?

প্রথম বৈষ্ণ। আপনি ত তামাক খান না, আপনি যদি অল্পমতি করেন, মল্লিক বাবুরা আপনাকে যে কর্‌সিটে দিলে গেছেন, সেটা বরাভরণ বলে দিই।

মাধ। বৈষ্ণবীর ইচ্ছে আর কৃষ্ণের ইচ্ছে, আমার তাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছে

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি, আপনারা কিছুই যেন না?

পদ্ম। ছোট বাবাজী অনেক বরাভরণ পেয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে কিছুই নাই।

প্রথম বৈষ্ণ। থাক্‌বের মধ্যে ভগ্নপদ-চিহ্ন।

পদ্ম । একছড়া সোণার গোট আছে তাই দেবেন ।

মাধ । অদ্য রাজিতে শুভ কর্ম সম্পন্ন করা যাক্ ।

পদ্ম । আচ্ছা বাবাজি ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বৃন্দাবন—পদ্মলোচনের মঠ—অভয়কুমারের শয়নঘর ।

পদ্মলোচন এবং অভয় কুমারের প্রবেশ ।

পদ্ম । ভায়া, তোমার বৈষ্ণবী রান্নাঘর আলোময় করে ফেলেচেন, বাহার কি মধুর স্বভাব ! যখন আমাদের পরিবেশন করতে লাগলেন, হাত-খানি অন্নপূর্ণার হাতের মত দেখাতে লাগল ।—‘বক্তার মাগ মরে, কন্নকতার ঘোড়া মরে’, তা তোমাতেই ফল ।

অভ । আহাঁরটা হল কেমন ?

পদ্ম । পরিপাটি ।

অভ । বৈষ্ণবীর সেট্ হাও ।

পদ্ম । মাধব বৈরাগীর অভ বড় আশ্রমের সমুদায় রান্না তোমার বৈষ্ণবীর জিন্মা ছিল ।

অভ । দাদা, বৈষ্ণবীকে দিয়ে একদিন পাঁটা রাখা যাক্ ।

পদ্ম । তুষ্কি কোন দিন মজাকে । বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মাধব বাবাজীর কত্তা ; তাঁরাকে অমন কথা কখন বলো না ; কষ্টীবদলের ডাইভোস্ আছে ।

অভ । মন জেনে তবে বলব ; আমি এখনো বৈষ্ণবীর সঙ্গে কথা কই নি, তার মুখ দেখি নি ।

পদ্ম । তোমার বিছানার বে বড় কুঁছার, গদির উপর সূচুনি পাতা, বাগ্গি-আড়ং ;—দানে পেলো না কি ?

অভ। তা নইলে আর কোথায় পাব, দাদা ।

পদ্ম। আমি প্রস্থান করি, বৈষ্ণবী এখনি তোমাক দিতে আসবেন ।

[প্রস্থান ।

অভ। (স্বগত) লালাবাবুদের মন্দিরের মুহুরিগিরিতে গ্রহণ কন্তে হল, তা নইলে বৈষ্ণবীকে স্মৃথে রাখতে পারব না ।—বৈষ্ণবী আমার নন্দকান্ত নবনলিনী; ইচ্ছা প্রকাশ না কন্তে সম্পাদন করেন; সার্থক বুঝাবেন এসেছিলাম ।

[শয়ন ।

সটকায় হুঁ দিতে দিতে বৈষ্ণবীর প্রবেশ এবং সটকার

নল ধীরে ধীরে অভয়কুমারের মুখে দিয়া বিছা-

নায় বসিয়া অভয়কুমারের পদসেবন ।

বৈষ্ণবি, তুমি আহার কর গে, আমি নিদ্রা যাই ।

[ধূমপান ।

বৈষ্ণ। যতক্ষণ আপনার নিদ্রা না আসে, আমি ততক্ষণ আপনার পদসেবা করব, আপনার নিদ্রা এলে আমি রান্নাঘরে যাব, হাঁড়ী তুলে এসিচি, হেনশেল পেড়ে এসিচি ।

অভ। বৈষ্ণবি, তুমি আহার কর গে, পদসেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নি ।

বৈষ্ণ। আমাদের আশ্রমের পুস্তকে পড়িচি, নারায়ণ ভোজন করে শয়ন করলে লক্ষী পদসেবা কতেন ।

অভ। বৈষ্ণবি, আমি তোমার মধুর বচনে মোহিত হলেম, তুমি মুখ তুলে আমার সঙ্গে কথা কও ।

বৈষ্ণ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা! (অভয়কুমারের চরণবৃণল বকে ধারণ পূর্বক চুসন—বৈষ্ণবীর চক্ষের জল চরণে পতন ।)

অভ। বৈষ্ণবি, তুমি কাঁদচ ?

বৈষ্ণ। (মুখ তুলিয়া) আমার হৃদী বাসনা ছিল ।

অভ। বল, আমি প্রাণ দিয়ে সম্পাদন করব ।

বৈষ্ণ। এক বাসনা—তোমার পা ছাখানি বুকে করে চুসন করব, আর এক বাসনা—সবস্তু তোমাক সেরে এই করসিতে তোমাকে খাওয়াব ।

অন্ত । (এক দৃষ্টে বৈষ্ণবীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) কেন ?

বৈষ্ণ । নাথ, আমি তোমার পাতকিনী কামিনী ।

[মুচ্ছিত হইয়া পতন ।

অন্ত । আমার কামিনী,—কামিনীর এই ছুরবহা—(কামিনীর মস্তক উদ্ধতে ধারণ করিয়া জলপ্রদান) কামিনি, কামিনি ।—আমার সেই কামিনী এমন হয়েছে, চেনা যায় না ।—কামিনি, কামিনি কথা কও ।

বৈষ্ণ । নাথ, আমাকে পাপীয়সী বলে যদি গ্রহণ না কর, আমি আর আশ্রয় নাই ; আমার যা বাসনা ছিল, তা আজ সকল করিচি । আমি আজ দু মাস তোমার অধেষণে বেড়াচ্ছি ;—বাগ মুখ দেখেন না, য মুখ দেখেন না, দাঁদা কথা কন না, ভেজেরা গঞ্জনা দেন ।—আমি কোথা যাই, আমার কে আছে ।—দেখ্লেম, সকল আবদার স্বামীর কাছে ।—আমি তোমার অধেষণে বেরুলেম ।

অন্ত । কামিনি, তুমি আর কেন না ; আমি তোমারি ; আমি অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিচি ।

বৈষ্ণ । নাথ, আমিই তার মূল—

অন্ত । কামিনি, তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট করবে জানলে আমি কখন বুলাবনে আসতাম না ।

বৈষ্ণ । তোমার জন্যে কষ্ট করব না ত কার জন্যে কষ্ট করব ।—সেই পাপ রাজিতে তোমার চক্ষে জল দেখ্লেম ; তুমি বললে “আজ পড়ল,” আমার কদম্ব বিদীর্ণ হয়ে গেল । সেই রোতে আত্মঘাতিনী হচ্ছিলেম, তা পারি হতে দিলে না । যদি সে রোতে তোমাকে পেতাম, আমি তোমার পা দুখানি জড়িয়ে ধরে রাগ নিবারণ কতাম ।

অন্ত । কামিনি, সে রোতের কথা তুমি আজও মনে করে রেখেচ ?

বৈষ্ণ । সে রাত্রি আমার কালরাত্রি ; স্বামী-হারি হলেম ।—সে রাত্রি আমার শুভরাত্রি ; স্বামীর মর্শ্ব জান্লেম । (উপবেশনানন্তর অন্তর-কুম্বারের হস্ত ধরিয়া) নাথ, আমি কাহালিনীর বেশে তিথ্যারিণী বৈষ্ণবী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখখানি দেখ্লে বলে কত বেশে কত বেশে

আজ্জ আমার পরিশ্রম সফল হল ; এখন তুমি পাতকিনীকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে একবার “অভয়” বলে ডাকি ।

অভ । কামিনি, তুমি পাপের অধিক প্রায়শ্চিত্ত করেচ । তোমার ক্রেশ দেখে আমি যারপরনাই প্রাণে বাপা পাচ্ছি ; তুমি শান্ত হও, আমি আর তোমার কাছ ছাড়া হব না ।
[মুখচুষ্মন ।

বৈষ্ণ । অভয়, তুমি এই ফরসীতে তামাক খেতে ভালবাসতে, আমি তাই উটী বড় যত্ন করে রেখিচি ।

অভ । কামিনি, তোমার স্নেহের সীমা নাই ।

বৈষ্ণ । অভয়, তুমি ঘরে এসে আপনি তামাক সেজে খেতে, আর আমি খাসগাদারি কোচে বসে থাক্তেম । এখন ভাবি, কেন আমি দৌড়ে গিয়ে তোমার হাত থেকে কলকে কেড়ে নিয়ে তামাক সেজে দিতাম না, আর আঁচল দিয়ে তোমার হাতটী মুছিয়ে দিতাম না ।—এখন আমি রোজ তোমাকে তামাক সেজে দেব ।

অভ । আমি কলকে কেড়ে নেব । কামিনি, তুমি আমার আদর মাথা কামিনী, তোমাকে কি আমি আর কিছু কষ্ট কত্তে দেব ।

বৈষ্ণ । অভয়, তোমাকে আমি দেশে নিয়ে যাব, আর এখানে থাক্তে দেব না ।

অভ । দেশে যাব, কিন্তু জামাই-বারিকে আর যাব না ।

বৈষ্ণ । সেখানে যাবে কেন, আমি যে বিষয় পেয়েচি তাই নিয়ে তোমার বাড়ীতে বাস করব ; আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এখানেই তোমার পদসেবা করব, বৈষ্ণবীর বেশ আর ত্যাগ করব না ।

অভ । বড় বৈষ্ণবীটী কে ?

বৈষ্ণ । মররা দিদি ।

অভ । মাইরি ?

বৈষ্ণ । মররা দিদিই ত আমার নিয়ে এল, ওর কল্যাণেই ত তোমাকে পেলেম ।

অভ । তোমরা বুঝি মাধব বৈরাগীর আশ্রমে এসে উঠেছিলে ?

বৈক। মাথব বৈরাগী কে বুঝতে পারি না ?

অত। না।

বৈক। ওঁষে আমাদের ময়রা বুড়ে।

অত। বল কি ? শালা এমন বৈরাগী মেজেচে কিছুমাত্র চেনা বামে ।—ছোট বৈকবী ছটা ?

বৈক। ব্রজবালা।

ভবী ময়রাণীর প্রবেশ ।

ভবী। ছোট বাবাজি, দণ্ডবৎ।

বৈক। পোড়ারমুখী রজ নিয়েই আছেন।

ভবী। ছোট বাবাজি, দণ্ডবৎ।

অত। রসে যে রসে পড়্চ; শালীকে বৈকবীর বেশে এমন স্নান খাচ্ছিল।

ভবী। তবু ত আমার কপ্তী কঠে দিলে না।

অত। তুমি যে খাণ্ডী।

ভবী। হুন্দাবনের নাড়ী ভুড়ি,
দিদি খাণ্ডী খাণ্ডী,
দেড় কুড়িতে এক কুড়ি,
বড়াই বুড়ী নবীন ছুঁড়ী,
চেনা যায় না বামন গুঁড়ি,
বৈকব ঠাকুরণ সাগ্ৰী খুড়ী,
খেয়ে বেড়াছেন তপ্ত মুড়ী,
মাগ্গি বেলোরারির চুড়ী,
কপ্তীবদল ঝুড়ি ঝুড়ি।

অত। ময়রা দিদি, মাথব বৈরাগী তোমার কে ?

ভবী। ভেকের ভাতার।

অভ। জেকের ভাতার কেমন ?

ভবী। হৃদয়-কঠোর কৃষ্ণধন।

অভ। কামিনীর আমি কি ?

ভবী। দাদার মতন ভাতারটী। [হাস্য।

বৈষ্ণ। পোড়ার মুখ, হেসে গেলেন একেবারে।

অভ। ময়রা দিদি, তোমরা এলে কেমন করে ?

ভবী। নাভজামাই,—খুড়ি,—ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

বৈষ্ণ। আবার রঙ্গ।

ভবী। নাভজামাই, তুমি ত ভাই, সেই রেতে চলে এলে।—সকালে বাবুদের বাড়ী লোক ধরে না ; আমি তাড়াতাড়ি কামিনীর ঘরে গেলেম, দেখি কামিনীর এক চক্ষে শত ধারা, কামিনীর সেই অহঙ্কার-প্রকৃত মুখ-খানি এতটুকু হয়ে গেছে। কামিনীর স্নেহের স্রোত অহঙ্কার-পাহাড়ের আটকে ছিল, ক্রমে স্রোত প্রবল হয়ে পাহাড় ভেদ করে বহিতে লাগল ; কামিনী কারো সঙ্গে কথা কয় না, কেবল আমার গলা ধরে বলে “ময়রা দিদি, আমি কলঙ্কিনী হইচি, সতীর সর্বস্বধন স্বামীর অবমাননা করিচি।”—ঐ দেখ, কামিনীর ডাগর চক সাগর হয়ে উঠল।—কেন দিদি, আর কাঁদ কেন, যার জন্যে কান্না, তাকে ত পেয়েচ।

বৈষ্ণ। ময়রা দিদি, তুমিও যে কাঁদচ ভাই।

অভ। তার পর ?

ভবী। কামিনী নায় না, খায় না, পরে না, চুল বাঁধে না, কেবল কাঁদে আর বলে আপনার সর্বনাশ আপনি কর্ণেম। পুত্রার সমর পাঠ মেয়েতে নতুন কাপড় পরে আমোদ কত্তে লাগল, কামিনী একাকিনী একখানি ময়লা কাপড় পরে ঘরের মেজের বসে কাঁদতেন ; আমি কাছে গেলেম, বলে “ময়রা দিদি, আমার খাওয়া পরা খুচে গেছে, আমার আমি উদ্দেশ নাই।”—ঐ দেখ, কামিনী আবার কাঁদল, আমি ভাই, ইতি করি।

বৈষ্ণ। বল না, অভর গুনতে চাচ্ছে।

অভ। তোমরা বেকলে কবে ?

তবী । তোমার অনুসন্ধানে দেশ দেশান্তরে লোক গেল, সকলেই নিরাশ হয়ে ফিরে এল; দাওয়ানজী তোমাকে জামালপুরের ঠেঁষনে ধরে-ছিলেন, তা তুমি বলো "যে বাড়ীতে স্ত্রী স্বামীকে নাতি মারে, সে বাড়ীতে আমি আর বাব না ।" ক্রমশঃ তোমার আশা সকলেই ছেড়ে দিলে, কেবল একজন ছাড়লে না; তোমার নাম আর কিছুই রইল না, কেবল কামিনীর স্বপ্নে । কামিনী এক দিন আমাকে বলে "অন্য কেউ তাকে আনতে পারবে না, আমি গেলে আনতে পারি, আমি পতির অধেষণে বাব স্থির করিচি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে" । আমি ময়রা বুড়োর কাছে উপস্থিত হলেম, বল্লম "ময়রা বুড়ো, তুমি কার ?" সে বলে "আপে ছিলেম কামিনীর, এখন তোমার ।"

বৈষ্ণব । পোড়ার মুখ, মরে যাও ।

তবী । আমি বল্লম তবে পাত্ দত্ তোল, আমার সঙ্গে তীর্থে যেতে হবে । সে অমনি কাপড় চোপড় পরে মাতার পাগড়ি 'ঙটা' হয়ে আমাদের সৈত হয়ে চল । দেশে সোরং হল, কামিনী ময়রা বুড়োর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েচে ।

অন্ত । শালার মাতার টাক দেখলে আমাদেরি বেকুতে ইচ্ছে করে ।

তবী । তোমার বাড়ীতে গেলেম, তাঁ তৌ, কেউ কোথাও নাই । সে খানে এক নূতন বিপদ উপস্থিত;—তোমার সেই ভাঙ্গা ঘরের মেজের পড়ে কামিনীর আচড়াপিচ্ছি করে কল্লা, বলে "এতদিন সোণার খাঁচায় ছিলেম আজ আমি নিজ বাড়ীতে এলেম, এই ভাঙ্গা ঘর আমার সোণার কষ্টালিকা; ময়রা দিদি, তুই বা, আমি এই তিটের পড়ে থাকি, অভয় গুলে আমাকে গ্রহণ করবে ।"

অন্ত । ময়রা দিদি, এ বারে আমি কাঁদলেম; কামিনী আমার অন্তে এক কষ্ট করেচেন ।

তবী । তার পর ভাই আমি কল কৌশলে পদ্মবাবাজীর ভাইপোর কাছে আসলেম তুমি বুঝাবেনে পদ্মবাবাজীর দর্ভে আছে । 'ময়ের সাধন কিংবা শরীর-পাতন' বনচোরার অনুসন্ধানে যিনোদিনীকে সঙ্গে লয়ে বাহ

দোলাতে দোলাতে কুলাবনে এনেম। তার পরে কেলিকদম্বলতার কন-
মালীর প্রথম দর্শন; পূর্বরাগ অর্থাৎ পদাঘাত-স্বরগ; বিনোদিনীর বৈষ্ণবী
বেশ; মাধব বৈরাগীর আশ্রম; স্রুতি সকলমঙ্গলালয়; লগ্নপত্র; কল-
বদল; মিলন। ইতি পতি উদ্ধার পালা শেষ।

অভ। রাম কলেন সীতা উদ্ধার, কামিনী কলেন পতি উদ্ধার।

বৈষ্ণ। ময়বা দিদি আমার প্রধান সহায়, ওরে এক ছড়া হুতার
মাশী দেব।

ভবী। তোর তাতারের গলায় দে, সাজ্বে ভাল।—কামিনি, তোর
মুখে আজ্ হাসি দেখে আমার প্রাণ জুড়াল।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

অভ। পদ্মবাবু আস্চেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ।

পদ্ম। তোমার খবর এসেচেন।

অভ। মাধব বৈরাগী ?

পদ্ম। বিজয়বরভ।

অভ। কোথায় আছেন ?

পদ্ম। মাধব বৈরাগীর সঙ্গে এখানে আস্চেন।—মিন্বে “কামিনি
কামিনি” বলে মাধবের গলা ধরে কঁদচে; কামিনী পতি উদ্ধার করেছে
ওনে আনন্দের সীমা নাই, মাধবকে বোল ভরির সোণার হার পারিতোষিক
দিয়েচেন।

ভবী। রক্তের টান, রাগ করে কি থাকতে পারেন, ছুটে বেরিয়েচেন।

পদ্ম। উনি কে, আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরণ না ?

ভবী। হওবৎ বাবাজি।

অভ। উনি আমার দাদা হন।

ভবী। নাতুজামায়ের ভাই,

শালা বলে কতি নাই।

জামাই-বারিক ।

[ভূত]

পদ্ম । মরুরা দিদি, সব কসে ঘটক বিদায় করেনা ।

ভবী । ঘটক বিদায় দেব ।

পদ্ম । কি ?

ভবী । ছোট মেগের হাতে রূপ-বাঁধান শতমুখী ।

পদ্ম । তাদের আর সে ভাব নাই ।—এঁরা আসছেন ।

ভবী । আমি যাই ।

[প্রস্থান ।

পদ্ম । তারা, আমি তোমাদের সঙ্গে দেশে যাব ।

অভ । তোমাকে কি আমি রেখে যাই ।

বিজয় বল্লভ, মাধব বৈরাগী এবং কামিনীর প্রবেশ ।

বিজ । (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) বাবা অভয়, তুমি আমার কামিনীকে
কমা করে ত ।

অভ । মহাশয়, কামিনী সাবিত্রী অপেক্ষাও সাধবী, কামিনীকে আমি
সম্পূর্ণ রূপে কমা করিচি ।

বিজ । তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, দেশে চল ।

মাধ । এখন আমার আশ্রমে চলুন ।

বিজ । তোমার আশ্রমে আজ মোজ্জব ।

[সকলের প্রস্থান ।

(অবসান-পটন)

